RNI No. 71057/96

চিতাবাঘের হামলায় জখম মহিলা

পৃষ্ঠা-৩

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর-৮ জানুয়ারি, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 29, Issue: 26, Cooch Behar, Friday, 26 December - 8 January, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

পিঠেপুলিতে মজে বড়দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটার বাতাসে এখন বড়দিনের মিষ্টি সুবাস। শহরের আনাচে-কানাচে সাজ সাজ রব। সেজে উঠেছে চার্চ, মিশন রোড এলাকার প্রতিটি বাড়িতে ব্যস্ততার শেষ নেই। চলছে বিন্নি ধানের চাল গুঁড়ো করে পিঠে তৈরির তোড়জোড়। প্রতিবছর এই বিশেষ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় জিভে জল আনা পিঠে, যা দিয়ে বড়দিনে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। কেউ কেউ আবার নিজের হাতে সুস্বাদু কেক বানিয়ে সবাইকে উপহার দেন। কেক আর পিঠের সুবাসে এখন ম' ম' করছে গোটা এলাকা।

বড় আটিয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌবাজার এলাকার এই চার্চটি ১৯৫২ সালে সুইডিশ মিশনারিরা তৈরি করেছিলেন, আর ১৯৬৫ সালে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। সেই থেকে

প্রতি বছর এখানে মহা সমারোহে বড়দিনের প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। চার্চ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুরঞ্জন সেন জানালেন, "আগে সুইডেন থেকে আর্থিক সাহায্য আসত, কিন্তু এখন আর তা আসে না। আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে উৎসবের আয়োজন করি।"

এই চার্চ সংলগ্ন এলাকার বড়দিনের বিশেষত্ব হল বিন্নি ধানের চালের পিঠে। রূপমণি নার্জিনারির কথায়, "রীতি মেনে বড়দিনে কেকের পাশাপাশি এই বিশেষ পিঠের প্রচলন রয়েছে। এই বিন্নি ধান দিনহাটার গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না, অসম থেকে আসে। সেই চাল দিয়ে তৈরি পিঠে দিয়েই অতিথি আপ্যায়ন করা হয়।" সন্ধ্যা কার্জি যোগ করলেন, বড়দিনে শুধু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাই নন, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাঁদের পাতে তুলে দেওয়া হয় এই ঐতিহ্যবাহী পিঠে আর হাতে গড়া কেক।

স্থানীয় গির্জায় ২৪শে ডিসেম্বর রাতে হয় বিশেষ প্রার্থনা, আর ২৫শে ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে আবার শুরু হয় প্রার্থনা। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এই দিনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে এসে প্রার্থনায় অংশ নেন, যা দিনহাটার এই অঞ্চলে বড়দিনের উৎসবকে এক অনন্য মাত্রা দেয়। বড়দিন এখানে শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভ্রাতৃত্ব, ঐতিহ্য এবং ভালোবাসার এক মিলনক্ষেত্র।

লিটল ম্যাগাজিন থেকে রাজবংশী সাহিত্য, জমজমাট বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শীতের উত্তুরে হাওয়ায় কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে জমে উঠেছে জেলা বইমেলা। তবে এবারের মেলা কেবল বই কেনাবেচায় সীমাবদ্ধ নেই; এটি হয়ে উঠেছে সমাজ সচেতনতা, সাহিত্য চর্চা এবং প্রান্তিক শিল্পের জন্য লড়াইয়ের এক অনন্য মঞ্চ। কোচবিহার জেলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে এখন উৎসবের মেজাজ। ১৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার মেলার প্রথম দিন বেলা ৩ টে নাগাদ সাগরদিঘি পাড় থেকে 'বইয়ের জন্য হাটুঁন' শিরোনামে পদযাত্রা হয়। অংশ নেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। পদযাত্রা রাসমেলার মাঠে বইমেলার মঞ্চের কাছে গিয়ে শেষ হয়। সেখানেই উদ্বোধন হয় মেলার। এবারে বইমেলায় স্টল সংখ্যা ছিল ১৫২টি। যার মধ্যে ১৪০টি বইয়ের স্টল। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতার নামি প্রকাশনা সংস্থাও তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে।

প্রথম দিনের মেলায় অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় লেখক অলোক কুমার সাহার হাতে। অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পান কবি অঞ্জনা দে ভৌমিক। রোজ বইমেলা প্রাঙ্গণে বইয়ের দোকানের সামনে চেয়ার

পেতে বসে থাকতে দেখা গেল জেলার প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের। কবি নীলাদ্রি দেব, জ্যোতির্ময় রায় এবং সঞ্জয় মল্লিকের মতো ব্যক্তিত্বরা মেলায় পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন। কবি অমল দাসের মতে, "বইমেলার সার্থকতা হল পাঠক ও লেখকের দূরত্ব ঘোচানো।"

বইমেলার মাঠে রবিবার বিকেলে এক অভিনব দৃশ্য ধরা পড়ে। বড়দিনের আগেই ছোটদের বইমুখী করতে এবং মোবাইল আসক্তি কমাতে সান্তাক্লজ সেজে হাজির হন শহরতলির দুই বাসিন্দা ট্যাক্সিচালক শংকর রায় ও গ্রিলমিস্ত্রি পিংকাই সোম। অভাবের কারণে নিজেরা পড়াশোনা করে এগোতে না পারলেও, আগামীর ভবিষ্যৎ যাতে বই থেকে মুখ না ফিরিয়ে নেয়, সেই লক্ষ্যে তাঁরা শিশুদের হাতে গল্পের বই ও চকোলেট তুলে দিয়ে সচেতনতা প্রচার করেন। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

প্রকাশকদের দাবি, এবারের মেলায় বড়দের বইয়ের চেয়ে ছোটদের বইয়ের চাহিদা অনেক বেশি। অভিভাবকরা চাইছেন শিশুদের ডিজিটাল আসক্তি কমিয়ে বইয়ের পাতায় ফেরাতে। স্টলে স্টলে 'চাঁদের পাহাড়', 'ঠাকুমার ঝুলি' বা 'শার্লক হোমস'-এর মতো চিরাচরিত গল্পের বইগুলোর স্টক দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে আসা প্রকাশকরাও কোচবিহারের পাঠকদের এই উৎসাহে খুশি।

মেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন। সম্পাদক বিক্রম শীলের মতে, নতুন লেখক তৈরির আঁতুড়ঘর হল এই পত্রিকাগুলো। কোচবিহারের প্রায় ৫০টি লিটল ম্যাগাজিন টিকে থাকার লড়াই চালাচ্ছে। অন্যদিকে, রাজবংশী ভাষার লেখক ডঃ ইন্দ্রমাধব দাস রাজবংশী সাহিত্যের আত্মপরিচয় সন্ধানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ভাষাগত বিতর্ক এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এই সাহিত্যের বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিদিনের কবি সম্মেলন এবং সাহিত্য আলোচনা মেলাকে এক জীবন্ত দলিলে পরিণত করেছে। সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা। এছাড়া রোজকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বই ও শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে বইমেলা চত্বর।

এমনকি বই কেনার জন্য এবছর গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বরাদ্দও বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। কোচবিহারে ১০২টি গ্রামীণ লাইব্রেরি রয়েছে। প্রত্যেকটি লাইব্রেরির বরাদ্দ এবছর ১৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার করা হয়েছে। এ ছাড়া শহরের লাইব্রেরিগুলিকে ২৫ হাজার টাকা এবং জেলা গ্রন্থাগারকে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য শিশু-কিশোর উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটায় পাঁচ দিনব্যাপী ষোড়শ রাজ্য শিশু-কিশোর উৎসবকে ঘিরে রঙিন উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে। গত ২৪ ডিসেম্বর বুধবার বিকেলে শহরের কেন্দ্রস্থল সংহতি ময়দান থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই বৃহৎ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

দিনহাটার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রাটি শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রা শেষে সংহতি ময়দানের মূল মঞ্চে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এসময় অতিথিদের গলায় ঐতিহ্যবাহী রাভা জনগোষ্ঠীর উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়, যা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিশু-কিশোর একাডেমির চেয়ারপার্সন ও প্রাক্তন সাংসদ অর্পিতা ঘোষ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক সংগীতা রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী সহ আরও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

শুধু সংহতি ময়দান নয়, দিনহাটার মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আগামী পাঁচ দিন ধরে চলবে এই শিশু-কিশোর উৎসব। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজারো শিশু-কিশোর নাচ, গান, আবৃত্তি, অঙ্কন, নাটকসহ নানা সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

আয়োজকদের মতে, এই উৎসব শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করবে।

দিল্লির রাজপথে হাঁটবেন ঐশ্বর্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ২০২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার ডাক পেলেন কোচবিহারের মেয়ে ঐশ্বর্য বসু। কেরল এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির এই মেধাবী পড়ুয়া বর্তমানে দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় সম্মানের এই মহড়ায় যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ঐশ্বর্য বসুর এই সাফল্যে পাটাকুড়ার বসু পরিবারে এখন উৎসবের মেজাজ। কঠোর অনুশীলনের জোরে তিনি এই সুযোগ অর্জন করেছেন। বর্তমানে দিল্লিতে কুচকাওয়াজের প্রশিক্ষণ শিবিরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন চালাচ্ছেন তিনি।

মেয়ের এই অনন্য কৃতিত্বে আপ্লুত মা সুনন্দা বসু। তিনি বলেন, "আমরা অত্যন্ত গর্বিত। টিভিতে মেয়ের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ওর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।"

কোচবিহারের প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে এসে দিল্লির রাজপথে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সামনে কুচকাওয়াজ করা যে কোনও তরুণীর কাছেই এক স্বপ্নপূরণ বলে জানিয়েছেন ঐশ্বর্য।

সিভিল ডিফেন্সের যোগ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বন্যা, ঝড় বা যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েন সিভিল ডিফেন্সের ভলান্টিয়াররা। এই কঠিন কাজের জন্য প্রবল মানসিক শক্তি জোগানো ও শারীরিক চাপ সামলাতে এবার যোগাসনের শিবির আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। গত ২০ ডিসেম্বর শনিবার শহরের বৈরাগীদিঘি মুক্তমঞ্চে সিভিল ডিফেন্স এবং আয়ুষ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক বিশেষ যোগাসন প্রশিক্ষণ শিবির। আয়ুষ-এর জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রশান্ত কয়াল জানান, জেলায় ৪৮ জন যোগ ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন। ভলান্টিয়ারদের সুবিধার্থে আগামীতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন এই ধরনের নিয়মিত ক্লাস করানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী যোগাসনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন, বর্তমান ব্যস্ত জীবনে চাপমুক্ত থাকতে যোগাসনের বিকল্প নেই।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৬০ জনেরও বেশি সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার এই শিবিরে অংশ নিয়েছেন। আয়ুষ দপ্তরের চারজন বিশেষজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর (দুজন মহিলা ও দুজন পুরুষ) এই দুদিন ধরে ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টা সজাগ থাকা এবং দুর্যোগের সময় প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসেবে যোগাসনের গুরুত্ব ছড়িয়ে দেওয়াই এই শিবিরের লক্ষ্য।

সিভিল ডিফেন্সের ওসি পবিত্রা লামা জানান, "দুর্যোগ মোকাবিলার কাজটা অত্যন্ত চাপের। ভলান্টিয়াররা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে ১০০ শতাংশ সুস্থ থেকে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই আয়োজন।"

আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত শিলিগুড়ির বিজ্ঞানী পার্থসারথি চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের সাধারণ শিক্ষক পরিবার থেকে উঠে আসা পার্থসারথি চক্রবর্তী এখন বিশ্ববিজ্ঞানের মানচিত্রে এক উজ্জ্বল নাম। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর নাম ঘোষণার পর গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউ অরলিন্সে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল এজিইউ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। সংস্থার বর্তমান সভাপতি ডঃ ব্রান্ডন জোনস এবং হবু সভাপতি ডঃ বেন জাইথিক এই পুরস্কার তুলে দেন।

পার্থসারথিবাবুর গবেষণার মূল ক্ষেত্র হল 'মেটাল স্পেসিয়েশন'। তিনি মূলত কাজ করেছেন প্রকৃতিতে থাকা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার আণবিক প্রভাব নিয়ে এবং কীভাবে এই রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি আমাদের বাস্তুতন্ত্র এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর প্রভাব ফেলছে সেই বিষয়ে। তাঁর এই গবেষণা মূলত উন্নয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ দিকনির্দেশনা দেবে বলে মনে করছে আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন।

ভারতীয় হিসেবে এই পুরস্কার পাওয়া অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এর আগে মাত্র দুইজন ভারতীয়, ২০০৭ সালে উপপুত্তপুরি আস্থানারায়ণ এবং ২০২২ সালে শরথ গুট্টিকুন্ডা এই সম্মান পেয়েছেন, তবে তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র ছিল বিদেশের মাটি। পার্থসারথি চক্রবর্তীই প্রথম ভারতীয়, যিনি দেশের মাটিতে গবেষণা চালিয়ে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিলেন। পার্থসারথীর বক্তব্য, "এই পুরস্কার আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। যখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবদান এবং আমার কাজের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল, তখন একজন ভারতীয় হিসেবে বুকটা গর্বে ভরে উঠেছিল।"

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনী পার্থসারথির মুকুটে আগেও অনেক পালক জুড়েছে। ২০১৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে পান 'ন্যাশনাল জিও সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড'। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে গ্রহণ করেন বিজ্ঞানের সেরা সম্মান 'ভাটনগর পুরস্কার'। বর্তমানে তিনি আইআইটি খড়গপুরের প্রফেসর এবং বিভিন্ন সরকারি নীতিনির্ধারক কমিটির উপদেষ্টা। পাঁচ দিনের এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের শেষে বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে পার্থসারথি চক্রবর্তীর এই প্রাপ্তি উত্তরবঙ্গ তথা গোটা দেশের বিজ্ঞান মহলে খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে।

ইয়াবা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়াল। দিনহাটা বিধানসভা এলাকার বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডল সভাপতি-সহ দুই বিজেপি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে সিতাই থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরদিঘী এলাকার কামতেশ্বরী সেতুর কাছে অভিযান চালায় সিতাই থানার পুলিশ। সেই সময় একটি স্কুটিতে করে যাতায়াতের সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৫৫ গ্রাম নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া দু'জনের মধ্যে একজন কৃষ্ণ বর্মন। তিনি দিনহাটা বিধানসভার বিজেপির ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি। অপরজন স্থানীয় বিজেপি কর্মী আশুতোষ রায়। এই ঘটনায় ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে সিতাই থানার পুলিশ।

সামসিংয়ের জঙ্গলে বিশেষ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেটেলি: প্রকৃতির কোলে হারিয়ে গিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পাঠ নিতে কালিম্পংয়ের সামসিং কম্পাউন্ড ফরেস্ট ভিলেজ ময়দানে জড়ো হয়েছে একঝাঁক নবীন প্রাণ। গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরের আয়োজন করেছে শিলিগুড়ির সংস্থা হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)। বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে আয়োজিত এটি তাদের ৩৪তম শিবির। ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজস্থান, গুজরাট, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং অসম থেকে মোট ১৪৫ জন অংশ নিয়েছেন।

শিবিরের তাঁবুগুলোর নাম রাখা হয়েছে নেওরা, লিস, ঘিস-এর মতো স্থানীয় নদনদীর নামে। আবার অংশগ্রহণকারী দলগুলোর নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন পশুপাখির নামে, যাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগ তৈরি হয়। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালিম্পং বনবিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। তাঁরা এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু জানান, এই চার-পাঁচ দিন ছাত্রছাত্রীদের কেবল গাছপালা বা পশুপাখি চেনানোই হবে না, বরং তাদের জীবনের মূল স্রোতে ফেরার শক্তি জোগানো হবে। তাঁর কথায়, "আমরা চাই এই ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হতে শিখুক। প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়, সেটাই এই শিবিরের মূল শিক্ষা।"

বেহাল দশায় পারডুবি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: ফলকে জ্বলজ্বল করছে ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কিন্তু বাস্তবে সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার নামগন্ধও নেই! দীর্ঘ প্রায় ১০-১২ বছর ধরে চিকিৎসকের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়ে রয়েছে মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পারডুবি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। অভিযোগ, কোনও রোগীকে এখানে নিয়ে এলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যত্র রেফার করে দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। ফলে বাধ্য হয়ে নার্স, ফার্মাসিস্ট এমনকি গ্রুপ-ডি কর্মীরাই প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে চেষ্টা করছেন, যা নিয়ে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এলাকায়। ফলকে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র লেখা থাকলেও বাস্তবে সেই পরিষেবা চালু হয়নি বলে অভিযোগ। ভবন নির্মাণের পর বেড এলেও সেগুলি এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি।

এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল অবস্থার খেসারত দিতে হচ্ছে পারডুবি, ভানুরকুঠি, এগারোমাইল, বরাইবাড়ি, পশ্চিম পারডুবি-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয়দের অভিযোগ, গুরুতর অসুস্থ রোগী বা দুর্ঘটনায় আহতদের নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা তো দূরের কথা, অধিকাংশ সময়েই তাঁদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল বা কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে ঘোকসাডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একজন চিকিৎসক মাঝেমধ্যে এসে পরিষেবা দিতেন বলে জানা যায়। তবে সেই ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে পারডুবি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা প্রায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু রায় অভিযোগ করে বলেন, "জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের একাধিক দপ্তরে জানিয়েও কোনও সুফল মেলেনি।" আর এক বাসিন্দা বিপ্লব দাসের বক্তব্য, "ভোটের আগে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই।"

এ প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন জানান, বিষয়টি জেলা শাসকের নজরে আনা হবে। অন্যদিকে বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, সমস্যাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের চেষ্টা করা হবে। কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়িও জানিয়েছেন, পারডুবি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্যার কথা তিনি অবগত এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা হবে।

ফালাকাটায় ১১তম মুজনাই উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: মুজনাই নদীর গুরুত্ব ও লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ফালাকাটা ড্রামাটিক হলে আয়োজিত হয় ১১তম মুজনাই নদী উৎসব। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের আঞ্চলিক কমিটির পরিচালনায় আয়োজিত এই উৎসবের তাৎপর্য ছিল এই মঞ্চে পালিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবার্ষিকী। মুজনাই উৎসবকে কেন্দ্র করে নাচ ও গানের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পান। কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর কবিতা ও জীবনদর্শন নিয়ে বিশেষ আলোচনা ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নদী ও জীবন যে একে অপরের পরিপূরক, সেই বার্তাই এই উৎসবের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তারা। ফালাকাটার সাংস্কৃতিক মহলে এই অনুষ্ঠানটি বেশ সাড়া ফেলেছে।

লাভের গুড় আলু চাষে

নিজস্ব প্রতিবেদন

মেখলিগঞ্জ: কোচবিহারের সীমান্তঘেঁষা মেখলিগঞ্জ ব্লকে চিরাচরিত তামাক ও গমের জায়গা দখল করে নিচ্ছে 'সাদা সোনা' আলু। কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান ও মাঠের চিত্র বলছে, চলতি বছরে এই ব্লকে আলু চাষের এলাকা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেতে পারে। গত দুই বছরে যেখানে চাষের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮৫০ ও ২৯০০ হেক্টর, এবার তা ৩ হাজার হেক্টরের গণ্ডি অনায়াসেই পার করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন হঠাৎ আলুর দিকেই ঝুঁকছেন চাষিরা? কৃষকদের মতে, তামাক বা গমের তুলনায় আলু চাষে ঝুঁকি কম এবং মুনাফা অনেক বেশি। মেখলিগঞ্জের ১, ২, ৫, ৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও নিজতরফ, ভোটবাড়ি, উছলপুকুরি ও জামালদহের মতো বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন শুধুই আলুর খেত। নিজতরফের কৃষক আকালু বর্মন জানালেন, উন্নত জাতের বীজ, সহজলভ্য সার এবং আধুনিক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির কারণে অল্প সময়ে বেশি ফলন পাওয়া যাচ্ছে। ফলে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে।

স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি বাইরের রাজ্যের মহাজনরাও সরাসরি মেখলিগঞ্জ থেকে আলু কিনে নিয়ে যান, যা চাষিদের ভালো দাম পেতে সাহায্য করে। ভোটবাড়ির কৃষক ব্রজকান্ত রায় খুশি মনে জানালেন, "গত কয়েক বছর ধরেই আলুতে লাভের মুখ দেখছি, তাই এবারও পূর্ণ উদ্যমে চাষ শুরু করেছি।" মেখলিগঞ্জ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা অমিতকুমার দাস পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। তাঁর মতে, বর্তমান আবহাওয়া আলু চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। কোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটলে এবার মেখলিগঞ্জে আলুর বাম্পার ফলন এবং রেকর্ড ব্যবসার প্রত্যাশা করছে কৃষি দপ্তর।

শিলিগুড়ি কলেজে 'সবুজায়নের' লক্ষ্যে ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি ম্যারাথন কমিটির যৌথ উদ্যোগে আগামী বছরের ২৫ জানুয়ারি আয়োজিত হতে চলেছে 'শিলিগুড়ি ম্যারাথন'। শহরকে আরও সবুজ করে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই বিশাল দৌড়ের আয়োজন। গত ২০ ডিসেম্বর শনিবার কলেজ প্রাঙ্গণে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয় এবং প্রস্তুতি পর্বের সূচনা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে এই ম্যারাথন একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠবে। সাংবাদিক বৈঠকে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জিনিয়া মিত্র সহ ম্যারাথন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় মূলত তিনটি বিভাগ থাকবে, হাফ ম্যারাথন (২১ কিমি), শুধুমাত্র ১৮ বছর ঊর্ধ্বে ভারতীয় পুরুষরা এতে অংশ নিতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন ফি থাকছে ২০০ টাকা। এরপর ড্রিম রানে অংশ নিতে পারবেন ১২ বছরের ঊর্ধ্বের যে কেউ। রেজিস্ট্রেশন ফি ২০ টাকা। সবশেষে থাকছে স্পেশাল চাইল্ড রান যা বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য। কলেজের ভেতরেই এই বিশেষ দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

ম্যারাথনে বিজয়ীদের জন্য সর্বমোট আড়াই লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার রাখা হয়েছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ম্যারাথনের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট খুলে দেওয়া হবে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীরা অনলাইনেই আবেদন করতে পারবেন। মেয়র গৌতম দেব বলেন, "প্রাথমিকভাবে পুরনিগমের সঙ্গে মিলে এই ম্যারাথনের পরিকল্পনা থাকলেও নানা ব্যস্ততায় তা হয়ে ওঠেনি। তবে শিলিগুড়ি কলেজের এই উদ্যোগে পুরনিগম সব ধরনের সহযোগিতা করবে।"

চিতাবাঘের হামলায় জখম মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের চিতাবাঘের হামলা। গত ২১ ডিসেম্বর রবিবার কোচবিহারের মাথাভাঙার বাইশগুড়ি এলাকায় চিতাবাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। আহতের নাম সুবর্ণা রানী দে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির পাশে ছাগলকে খাবার দিতে গিয়েছিলেন সুবর্ণা দেবী। সেই সময় আচমকাই ঝোপঝাড়ের দিক থেকে একটি চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে চিতাবাঘটি জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। এরপর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক করতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয় এবং অপ্রয়োজনে জঙ্গলের ধারে না যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেড়ভেড়ি মানাবাড়ি গ্রামের দাসপাড়া এলাকায় অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বাইশগুড়ির এই নতুন ঘটনায় আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা।

দীপু দাসের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাংলাদেশের দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গত ২০ ডিসেম্বর শনিবার কোচবিহারে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রাণ সনাতনী মানুষেরা শহরের রাজপথে নেমে এই প্রতিবাদে শামিল হন।

এদিন শহরের সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকায় দীপু চন্দ্র দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের প্রতিকৃতিতে জুতোর মালা পরানো হয়।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে সুমন কর্মকার বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মধ্য বাইশগুড়িতে বন্যজন্তুর ত্রাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক যেন কিছুতেই কাটছে না। মধ্য বাইশগুড়ি গ্রামে গত ২১ ডিসেম্বর রবিবার এক মহিলাকে রক্তাক্ত করার পর, সেই রাতেই এক গৃহস্থের পোষ্য কুকুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অজানা এক বন্যজন্তু। পরপর এই হামলার ঘটনায় গোটা গ্রাম এখন কার্যত থমথমে। সন্ধ্যার পর লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা, আর বাড়ির ছোটদের নিয়ে ঘরের ভেতর দরজা দিয়ে বসে থাকছেন আতঙ্কে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে আমতলা ক্লাব সংলগ্ন অনিল বর্মনের বাড়িতে হানা দেয় জন্তুটি। বাড়ির বারান্দায় শুয়ে থাকা পোষ্য কুকুরটির গলায় কামড়ে ধরে তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাড়ির সদস্য রত্না বর্মন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, “হঠাৎ দেখি একটা জন্তু দৌড়ে এসে কুকুরটাকে আক্রমণ করল। ভয়ে আমরা সবাই চিৎকার করে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিই। ওটা চিতাবাঘ না অন্য কিছু, অন্ধকারে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।”

চুনাভাটির গির্জা জেগে ওঠে শীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বক্সা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মেঘেদের দেশের এক ছোট্ট গ্রাম চুনাভাটি। শহর থেকে অনেক দূরে, দুর্গম পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যেখানে পৌঁছাতে হয়, সেই গ্রামেই লুকিয়ে আছে এক শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাস আর এক অমোঘ শিকড়ে ফেরার টান।

চুনাভাটির বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ১৩০ বছরের পুরোনো এক গির্জা, নাম তার ‘আত্মিক আরাধনা চার্চ’। ফিনল্যান্ড থেকে আসা ধর্মপ্রচারকদের হাত ধরে দেড়শ-দুশো বছর আগে যখন এই চার্চের পত্তন হয়েছিল, তখন তা ছিল বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের এক সামান্য কুটির। কিন্তু আজ সেই কাঠ আর টিনের কাঠামোটিই গ্রামের ২৫০ জন মানুষের বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ।

প্রতি বছর ডিসেম্বরে যখন সমতলে শীতের আমেজ আর পাহাড় ঘিরে থাকে কুয়াশার চাদরে, ঠিক তখন চুনাভাটির নিস্তব্ধতা ভাঙতে শুরু করে। এই গ্রামটির মানুষরা জীবিকার তাগিদে ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। কেউ থাকেন মালয়েশিয়ায়, কেউ সিঙ্গাপুরে, কেউ আবার ভুটান বা চেন্নাইয়ের মতো ব্যস্ত শহরে। কিন্তু বড়দিনের ঘণ্টা বাজলেই তাঁদের মন পাড়ি দেয় পাহাড়ের সেই দুর্গম চূড়ায়।

সাঙ্গমে ডুকপা কাজ করেন ভুটানে। সারাবছর হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝেও তাঁর দিন গোনা শুরু হয় ডিসেম্বরে। তিনি বলেন, “আমি ভুটানে থাকলেও আমার ভাই থাকে সিঙ্গাপুরে। কিন্তু বড়দিন মানেই আমাদের এই ১৩০ বছরের গির্জাটায় হাজিরা দেওয়া চাই। এটা শুধু উৎসব নয়, আমাদের মিলনমেলা।”

চার্চের বর্তমান দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ইসমাইল ডুকপা এই সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। গির্জা চত্বর পরিষ্কার করা, আলোকসজ্জার তদারকি, সবই নিজের হাতে করেন প্রতিবছর। দেশ-বিদেশ থেকে গ্রামের মানুষেরা এবারও ঘরে ফিরেছেন। এবছরও দীর্ঘদিনের না দেখা বন্ধু, আত্মীয়রা যখন গির্জার সামনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন, তখন মনে হয়নি এই গ্রামটি জলপাইগুড়ি বা আলিপুরদুয়ারের সবথেকে দুর্গম অঞ্চলগুলোর একটি।

পাথর আর পাহাড়ের রুক্ষ জীবনের মাঝে এই ১৩০ বছরের গির্জাটি যেন এক জাদুর কাঠি। যা বছরে অন্তত একবারের জন্য হলেও মালয়েশিয়া থেকে আসা কোনও ইঞ্জিনিয়ার আর পাহাড়ের দুর্গম পথে চলা কোনও শ্রমিকের মধ্যে ভেদাভেদ মুছে দেয়। চুনাভাটির এই মিলনমেলায় ঈশ্বর যেন কেবল গির্জার বেদীতেই নন, মানুষের আলিঙ্গনে আর হাসি-কান্নাতেও বিরাজ করেন।

পেনশনার্স সমিতির সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পেনশনারদের সুবিধার্থে বিভিন্ন দাবি সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির কোচবিহার জেলা সম্মেলন। গত ১৭ ডিসেম্বর বুধবার কোচবিহার কর্মচারি ভবনে সংগঠনের ২২তম (চতুর্দশ দ্বি-বার্ষিক) জেলা সম্মেলন আয়োজিত হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোচবিহার জেলা সম্পাদক ধীরাজ কুমার রায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিবশঙ্কর ঘোষ, জিয়াউল হক এবং ১২ই জুলাই কমিটি কোচবিহার জেলার অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক আশিস গোস্বামী। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট ১৬৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন শুরুর আগে পেনশনারদের দাবিকে সামনে রেখে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন দেবেশ নাগ। ওই প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশ নেন মোট আটজন প্রতিনিধি।

সম্মেলন শেষে জগৎজ্যোতি বর্মাকে সম্পাদক, শ্যামল ভাদুড়িকে সভাপতি এবং ক্ষিতীশ দেবনাথকে কোষাধ্যক্ষ করে ৭৮ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বাঘ ও বন বাঁচাতে এবার সুন্দরবনে ‘গম্ভীরা’

নিজস্ব প্রতিবেদন

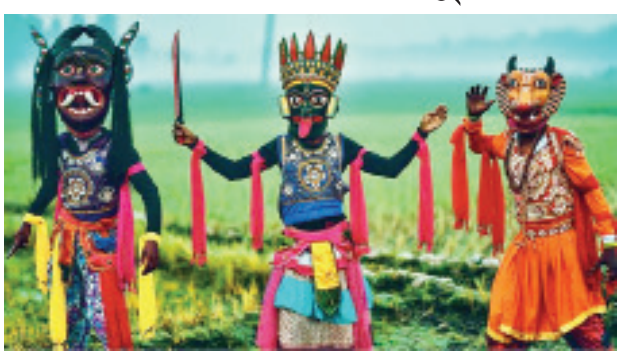

মালদা: মালদার ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতি ‘গম্ভীরা’ এবার পৌঁছে গেল বাঘের ডেরা সুন্দরবনে। ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে এবং ‘কলকাতা সোসাইটি ফর কালচারাল হেরিটেজ’-এর সহযোগিতায় মালদার ফতেপুর গম্ভীরা দল গত ২১ ডিসেম্বর রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার পাখিরালয় মঞ্চে পরিবেশ সচেতনতার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।

‘কাটছে গাছ, মারছে বাঘ। মিছা নয়কো রটনা.../ বাঁচাইতে চাইলে ফুসফুসকে। কাটিস না ঢাল-আঁচলকে’ — গম্ভীরা গানের এমনই তীক্ষ্ণ ও সুরিলী ভাষায় সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঁচানোর ডাক দিলেন মালদার শিল্পীরা। গৌড় কলেজের বাংলার অধ্যাপক ঋষি ঘোষের মতে, এই সফর ইতিহাসেরই অনুক্রম। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, অতীতে তরাই অঞ্চল থেকে পথ ভুলে হিজলবনে চলে আসা গন্ডারদের ইংরেজ শিকারিদের হাত থেকে বাঁচাতেও গম্ভীরা গান ব্যবহৃত হয়েছিল। এবার সুন্দরবনের অরণ্য ও বাঘ বাঁচাতে সেই একই লোকসংস্কৃতিকে হাতিয়ার করলেন শিল্পী বাবলু মণ্ডল।

ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল জানান, এর আগে বাল্যবিবাহ, এইডস এবং মাদকের বিরুদ্ধে তাঁরা গান বাঁধলেও, বন্যপ্রাণী ও বন রক্ষায় এমন উদ্যোগ এটাই প্রথম। তাঁর কথায়, “এটা আমাদের জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা। গম্ভীরা এবার সত্যিকারের বাঘের ডেরায় পৌঁছে সচেতনতার বার্তা দিল।”

দলের অন্যান্য সদস্য বিবেকবরণ মণ্ডল এবং সমিত বসাক এই সফরকে মালদা জেলা ও গম্ভীরা শিল্পী সমাজের জন্য বড় সম্মান বলে মনে করছেন। তাঁদের লক্ষ্য একটাই, লোকগানের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার চেতনা জাগিয়ে তোলা।

গম্ভীরা হল পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার একটি অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকসংগীত এবং নৃত্যধারা। এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সাধারণত নানা (বৃদ্ধ) এবং নাতি, এই দুই চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সমাজ ও রাজনীতির সমসাময়িক সমস্যাগুলো হাস্যরসের ছলে তুলে ধরা হয়। কেবল বিনোদন নয়, গম্ভীরা বরাবরই জনসচেতনতার শক্তিশালী মাধ্যম। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমানের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের প্রচার বা সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে এর ব্যবহার অনস্বীকার্য। ধর্মীয় লৌকিক আচার থেকে শুরু হওয়া এই গান এখন ইউনেস্কোর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার নজরে আসায় এর বিশ্বজোড়া কদর বাড়ছে।

বালুভরটে সম্প্রীতির গান

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: যেখানে ধর্মের বিভেদ নিয়ে মাঝেমধ্যেই তপ্ত হয়ে ওঠে রাজনীতির আঙিনা, সেখানে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বালুভরট গ্রাম এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। রবি ঠাকুরের ‘ভারততীর্থ’ কবিতার সেই মহামানবের মিলন মেলা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল এই জনপদে। মাত্র ১৩টি হিন্দু পরিবারের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ স্বপ্নকে পূর্ণতা দিতে বুক দিয়ে আগলে দাঁড়ালেন গ্রামের ৫০০ মুসলিম প্রতিবেশী। মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রতিটি ইটে আজ শুধু সিমেন্ট-বালির প্রলেপ নয়, লেগে রইল দুই সম্প্রদায়ের অটুট বন্ধুত্বের ঘাম আর ভালোবাসা।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই বালুভরট গ্রামটি মূলত মুসলিম অধ্যুষিত। সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলো এতদিন একটি অস্থায়ী কাঠামোর নিচে তাঁদের আরাধ্য রাধাগোবিন্দের আরাধনা করে আসছিলেন। স্থানীয় তিন ভাই, পূর্ণচন্দ্র, উন্নচন্দ্র ও পরেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁদের বাবার স্মৃতিতে মন্দিরের জন্য তিন কাঠা জমি দান করলেও, মন্দির গড়ার মতো মোটা অঙ্কের টাকা জোগাড় করা দিনমজুর পরিবারগুলোর পক্ষে ছিল এক পাহাড়প্রমাণ বাধা। প্রতিবেশী মুসলিম ভাইদের কানে এই অসহায়তার খবর পৌঁছাতেই বদলে যায় চিত্রপট।

ভেদাভেদের দেওয়াল ভেঙে সবার আগে এগিয়ে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুর আলম ও মহম্মদ দানেশ। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা গ্রাম একজোট হয় অর্থ সংগ্রহে। কোনও সংকীর্ণতা নয়, বরং গ্রামের হিন্দু ভাইদের আরাধ্য দেবতাকে পাকা ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে দুহাত উজাড় করে আর্থিক সাহায্য দিলেন মুসলিম বাসিন্দারা।

গত সোমবার যখন উৎসবের আমেজে মন্দিরের শিলন্যাস হয়, তখন বোঝা যায় সম্প্রীতি কোনো নিছক শব্দ নয়, এটি বালুভরটের মানুষের প্রতিদিনের জীবনে গেঁথে রয়েছে। রাধাগোবিন্দের মন্দিরের এই ভিত্তিপ্রস্তর ‘মহামানবের সাগরতীরে’ দাঁড়িয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে ওঠে।

সম্পাদকীয়

দায়িত্বশীল হতে হবে

শীত পড়েছে। ডিসেম্বর মাসের প্রায় শেষ সময়। দিন কয়েক পরেই নতুন বছর। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সবাই। আর এই সন্ধিক্ষণের সব থেকে বড় উৎসব পিকনিক। যা খাতায়-কলমে শুরু হল ২৫ ডিসেম্বর থেকে পুরো জানুয়ারি মাস। নির্ধারিত ওই সময়ের আগে-পরেও কিছুদিন চলে পিকনিকের আসর। দল বেঁধে সবাই হাজির হয় নদীর ধারে অথবা জঙ্গলের কাছে। কেউ কেউ ছুটে চলে পাহাড়েও। এই উৎসবের কথা মাথায় রেখে তরাই-ডুয়ার্স-পাহাড় জুড়ে গড়ে উঠেছে পিকনিক স্পট।

এই আনন্দ উপভোগ বাঙালির এক উৎসবের বটে। কিন্তু উৎসবের এই সময় জুড়ে চলতে থাকে দূষণপর্ব। কেউ জেনে বা না জেনে নদী, জঙ্গল, পাহাড়ে দূষণ ছড়িয়ে দেয়। কোথাও ছড়িয়ে থাকে প্লাস্টিকের স্তূপ, খাবারের উচ্ছিষ্ট। কোথাও নিয়ম ভেঙে জ্বালানো হয় আগুন, কোথাও তীব্রস্বরে বাজে সাউন্ড বক্স। যা সাধারণ মানুষ থেকে বন্যপ্রাণ সবারই ক্ষতি করে। আনন্দ উপভোগ চলতে থাকুক। আর এই দূষণ রোধের দায়িত্ব শুধু সরকার বা প্রশাসনের উপরে না ছেড়ে সমস্ত মানুষকেই একটু দায়িত্বশীল হতে হবে।

এই সময়টায় যদি আমরা একটু সচেতন হই, তাহলেই প্রকৃতির সঙ্গে উৎসবের সম্পর্ক আরও সুন্দর হতে পারে। যেখানে পিকনিক করব, সেখানকার পরিবেশ যেন আগের মতোই অক্ষত থাকে, এই বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। প্লাস্টিকের বদলে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার, নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলা, আগুন না জ্বালানো এবং উচ্চস্বরে গান না বাজানোর মতো ছোট ছোট অভ্যাস বড় পরিবর্তন আনতে পারে। প্রকৃতি আমাদের আনন্দের জায়গা, শোষণের নয়। তাই আনন্দের পাশাপাশি প্রকৃতিকে রক্ষা করার শপথ নিলেই পিকনিক উৎসব হয়ে উঠবে সত্যিকারের সুন্দর ও অর্থবহ।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক ঃ কল্পনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

ভারতীয় ডাক বিভাগের একাল-সেকাল

নিলাদ্রী বসাক
ডাককর্মী, তুফানগঞ্জ

কল্পনা করুন, হিমালয়ের কোনও দুর্গম গ্রাম বা রাজস্থানের তপ্ত মরুভূমি, যেখানে রাস্তাঘাট এখনও কাঁচা, বিদ্যুৎ অনিশ্চিত, সেখানেও একটি জিনিস নিশ্চিতভাবে পৌঁছায়, তা হল খাকি পোশাক পরিহিত পোস্টম্যান। ভারতীয় ডাক বিভাগ বা 'ইন্ডিয়া পোস্ট' কেবল একটি চিঠি বিলি করার মাধ্যম নয়; এটি ভারতের ১.৪ বিলিয়ন মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার জাতীয় ধমনী। ১.৬৫ লক্ষেরও বেশি ডাকঘর নিয়ে গঠিত এই সংস্থা বিশ্বের বৃহত্তম ডাক নেটওয়ার্ক। প্রাচীন রানারদের কষ্টসাধ্য যাত্রা থেকে আজকের ডিজিটাল লজিস্টিক্স এবং ড্রোন ডেলিভারির যুগে পৌঁছানোর এই গল্প শুধু ইতিহাস নয় অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণও বটে।

ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ইতিহাস ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার মতোই প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-তে গোয়েন্দা ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এক শক্তিশালী ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। তখন ঘোড়সওয়ার এবং প্রশিক্ষিত রানাররা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খবর পৌঁছে দিত। মধ্যযুগে শের শাহ সুরি এই ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি 'গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড' নির্মাণ করেন এবং প্রতি দুই মাইল অন্তর ঘোড়ার ডাক চৌকি স্থাপন করেন। 'ডাক' রানাররা তখন পায়ে হেঁটে বা উটে চড়ে চিঠি বহন করতেন। এটি কেবল ব্যক্তিগত সংবাদ নয়, বরং সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যের প্রধান হাতিয়ার ছিল বলে মনে করা হয়। সেই যুগের রানারদের হাতে থাকত একটি ঘণ্টাওয়ালা লাঠি, যার শব্দ শুনে বাঘ-ভাল্লুক বা দস্যুরা দূরে সরে যেত এবং গ্রামবাসীরা বুঝতে পারত সংবাদ আসছে।

১৭২৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় প্রথম আনুষ্ঠানিক ডাকঘর স্থাপন করে। তবে ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসি 'পোস্ট অফিস অ্যাক্ট' পাসের মাধ্যমে একে একটি সুসংগঠিত সরকারি পরিষেবায় রূপান্তরিত করেন। তারপর রেলের বগিতে চিঠি বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়, যা 'রেলওয়ে মেল সার্ভিস' (আরএমএস) নামে পরিচিত। ১৮৫২ সালে সিন্ধু প্রদেশে প্রথম 'সিন্ধে ডক' ডাকটিকিট চালু হয়, যা এশিয়ার প্রথম ডাকটিকিট বলে মনে করা হয়। ১৮৮২ সালে পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক চালু হওয়ার ঘটনাটি ছিল ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য এক যুগান্তকারী ঘটনা। সাধারণ মানুষ তখন থেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে তাদের টাকা সরকারের ঘরে নিরাপদ।

ব্রিটিশরা তাদের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ডাক বিভাগ তৈরি করলেও, ভারতীয় বিপ্লবীরা একে স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র বসু, সবার চিঠিপত্র আদান-প্রদান ছিল অত্যন্ত গোপন এবং কৌশলী। পোস্টমাস্টাররা অনেক সময় ব্রিটিশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা করতেন। ১৯৫৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন প্রথম ডাকটিকিটে আঁকা হয় 'জয় হিন্দ' এবং ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকা।

১৯৪৭ সালের পর ডাক বিভাগের পরিধি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে 'পোস্টাল ইনডেক্স নম্বর' বা পিন কোড চালু হওয়া ছিল একটি বিশাল মাইলফলক। এটি ভারতের প্রতিটি কোণকে একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি দেয়। ১৯৮৬ সালে জরুরি চিঠির জন্য 'স্পিড পোস্ট' পরিষেবা শুরু হয়, যা কুরিয়ার সার্ভিসের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড় বা কাশ্মীরের বরফঢাকা পথে পোস্টম্যানদের সাহসিকতা, সবটাই ভারতের ঐক্যকে বজায় রেখেছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ই-মেইল এবং ইন্টারনেটের উত্থানে মনে করা হয়েছিল ডাক বিভাগ হয়তো হারিয়ে যাবে। কিন্তু ইন্ডিয়া পোস্ট সেই চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছে। ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংকের মাধ্যমে আজ ঘরে ঘরে ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে।

বার্ধক্য ভাতা, এমজিএনআরইজিএ-এর মজুরি হোক বা পেনশন বা বিমার টাকা এখন সবকিছুই ভারতীয় ডাকঘরে জমা হয় বা ডাকঘর মারফত পরিশোধ করা যায়। ২০২৫ সাল নাগাদ ডাকঘরগুলো প্রায় ২.৩৫ কোটি আধার কার্ড সংশোধন ও এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করে এক বিশাল নজির গড়ে।

তারপরই আসে জেন-জি মেকওভার ও লজিস্টিক্স বিপ্লব। বর্তমানে ডাক বিভাগ নিজেকে পুরোপুরি আধুনিক করে তুলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে 'বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং'। তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে আইআইটি দিল্লি, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ভাইব্র্যান্ট ডিজাইনের ডাকঘর খোলা হয়েছে। এখানে ক্যাফে স্টাইল ইন্টেরিয়র এবং ডিজিটাল কিয়স্ক থাকছে।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫-এ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ঘোষণার ফলে এবার গ্রামের মানুষ ডাকঘরে বসেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পরামর্শ ও সুবিধা পাবেন। বর্তমানে পোস্ট অফিসের ৭৫% রাজস্ব আসে পার্সেল এবং মেল থেকে। আমাজন বা ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স সাইটগুলো এখন ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ডাক বিভাগের লজিস্টিক্সই ব্যবহার করছে।

ভবিষ্যতের ডাক বিভাগ হবে আরও স্মার্ট। হিমালয় বা সুন্দরবনের মতো এলাকায় ড্রোন ব্যবহার করে জরুরি ওষুধ ও চিঠি পৌঁছে দেওয়ার সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে এখন পার্সেলের গতিপথ নির্ধারণ করা হচ্ছে, ফলে ডেলিভারির সময় আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে। সেপ্টেম্বর থেকে রেজিস্টার্ড পোস্ট এবং স্পিড পোস্টকে মার্জ করার ফলে ট্র্যাকিং সিস্টেম আরও উন্নত হয়েছে।

তবে এটা সত্য যে ভারতীয় ডাক বিভাগের সব কাজ একদম নিখুঁত নয়। এখনও অনেক গ্রামীণ ডাকঘরে ইন্টারনেটের গতি কম। সার্ভার না থাকায় মাঝে মাঝেই সমস্যায় পড়তে হয় কর্মীদের। সকল কর্মী ও ব্যবহারকারীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা একটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া বেসরকারি কুরিয়ার কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে পরিষেবার মান আরও উন্নত করা প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী কাজও চলছে। তবে পোস্টম্যানের বাড়ির দরজায় এসে 'চিঠি আছে' বলে দেওয়া ডাকটি, হয়তো কোনও অ্যাপ বা রোবট কোনওদিনই আত্মস্থ করতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। ভারতীয় ডাক বিভাগের ইতিহাস প্রমাণ করে যে এটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ভারতের পরিবর্তনের সাক্ষী। প্রাচীন রানার থেকে আধুনিক ড্রোন, এই দীর্ঘ পথচলায় ডাক বিভাগ সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছে। 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে ডাকঘরগুলো এখন ডিজিটাল ব্যাংকিং, সরকারি পরিষেবা এবং ই-কমার্স হাব হিসেবে কাজ করছে। আমাদের দায়িত্ব এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে ডাক বিভাগকে আধুনিকতার মোড়কে জিইয়ে রাখা। কারণ প্রতিটি চিঠিই হয়তো এখনও বহন করে কোনও জয়েনিং লেটারের আনন্দ, বা শুভ কাজে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ।

কবিতা

যখন গান গাই

অঙ্কুর মহন্ত

এখন হাতে কিছু নেই আমার
তোমার শেষ হলেই আমার চোখ আত্মা ছিঁড়ে খায়।

কতদিন ধরে কাঁদি না জানো
যখন গান গাই
বুকের ভেতরটা সারিঙ্গা হয়ে যায়।

সারিঙ্গা আসলে আমারই ভেতর বৃদ্ধ কঙ্কাল
তোমার দেহের মালা বানাতে বানাতে যোগিনী করে তুলি,

এতো জল কবে শেষ হবে!
জলে জল মিশলেই তো কান্না
কান্নায় মাটি মিশলেই তো অশ্রু।

কতদিন ধরে কাঁদিনা জানো
গানের মতো ফাফর শব্দ উপড়ে আসছে জিভে,
আমার সুর তোমার সুর ফুঁপিয়ে উঠে নষ্টবাড়ির ভেতর।

আর একটু সাদা পৃষ্ঠা হও
যদি শব্দ না আসে, যদি কাগজের আওয়াজ
আমাকে খুন করে যায়,
আজ যদি আবার জ্বলে যাই
এ কান্না আমি কাঁদবো কখন।

যাত্রাপথ ২

সায়ন্তন ধর

লোঙ্গাইয়ের জলে ভেসে আসে স্মৃতির ধ্বনি।
শ্রীভূমির বুকে সর্পিল সুরে গেয়ে চলে নদী,
চুরাইবাড়ি ছুঁয়ে, হাতিক্ষীরার চা পাতার গন্ধে
মেখে নেয় সকালের রোদ।

ভূমির গড়নে যেন উল্টানো এক আদিম ঝুড়ি—
ড্রামলিনের বুকে সময়ের বুনোট, গেরিমাটি রং রেখার মতো।

প্রকৃতি এখানে ছেলেবেলার ছবি আঁকে,
লিস-ঘিস-চেলের বক্ষে জেগে থাকা ডুয়ার্স

গোরুমারার পাতাঝরা পথ,
গোপালধারার নিঃশব্দ গর্জন,
জলঢাকার স্রোতের নিচে ঘুমিয়ে আছে সেইসব দিন...

এখানে নদীর নাম আলাদা, পাতা গন্ধ আলাদা,
কিন্তু মনটা ঠিক একই থেকে গেছে—
শ্রীভূমি কখন যে মিরিক হয়ে ওঠে হাওয়ায়...

শীতের ঘ্রাণ

তন্ময় দেব

বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে কুয়াশার গন্ধ।
ধান গাছ শুয়ে থাকে, কবরের কঙ্কাল;
সব কথা জানে তবুও বলতে চায় না কিছুই
শিউলির দেহ থেকে মুছে যায় ভোর।
উপকূল আঁকড়ে ধরে বিরহী নিম্নচাপ।
হেমন্তের অকালমৃত্যু চেনে নিস্তব্ধ গোধূলি
দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ডুব দিই জলে।
হাঁসের পালকে মোড়া জীবনের গান।
যতদূর চোখ যায় আদিগন্ত নীল ।
আরও ডুবলে বুঝি ভালো হতো খুব?
সাঁতরে এসো ঠোঁটের খুব কাছে।
ঢেউয়ের ভেতর শুয়ে রোদের ঝিনুক।
এভাবেই ধীরে ধীরে শীত নেমে আসে

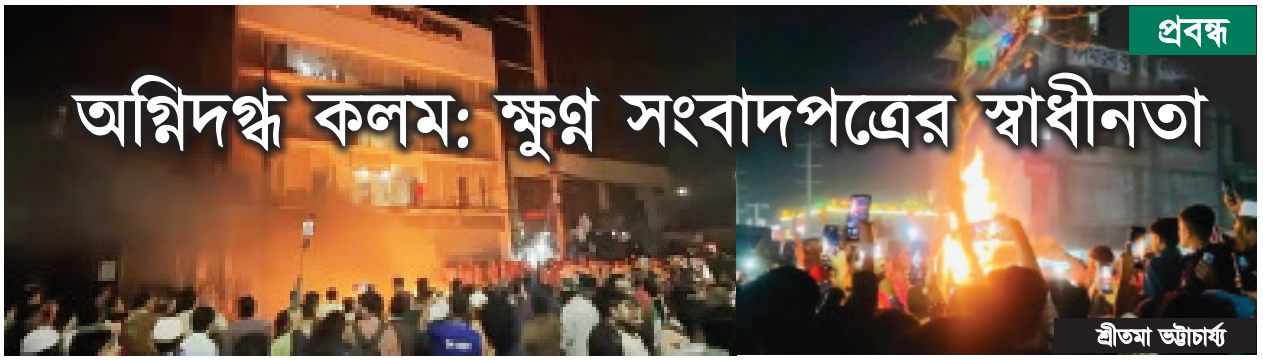

প্রবন্ধ

অগ্নিদগ্ধ কলম: ক্ষুণ্ন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর। এই তারিখটি শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের ইতিহাসে সম্ভবত একটি কালো অধ্যায়। ঢাকার ব্যস্ত রাজপথে যখন তীব্র বিক্ষোভের উত্তাপ, ঠিক তখনই রাজধানীর দুই প্রধান সংবাদ প্রতিষ্ঠান, 'প্রথম আলো' এবং 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর কার্যালয়ে আছড়ে পড়ে উন্মত্ত জনতা। আগুনের লেলিহান শিখা যখন আকাশ ছুঁতে চাইছে, তখন ভবনের ছাদে আটকে পড়া সাংবাদিকদের চোখে প্রাণ বাঁচানোর আকুতি। পেশাগত অনিশ্চয়তার কথা নয় দূরেই থাক। এই ঘটনা কেবল ইটের দেয়ালে আগুন লাগানো নয়, বরং আধুনিক গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর এক পরিকল্পিত কুঠারাঘাত।

এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে খবরের উঠে আসা রাজনৈতিক অস্থিরতা। ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের পর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমূল পরিবর্তন আসে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন সংস্কারের পথে হাঁটছে, ঠিক তখনই এক নতুন অস্থিরতার জন্ম দেয় যুব নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড।

১২ ডিসেম্বর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর গুলিতে আহত হন ২০২৪-এর আন্দোলনের অন্যতম মুখ হাদি। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর খবর আসার আগেই প্রতিবাদীরা ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, এই আন্দোলনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণ করার অদ্বিতীয় অজুহাত। আক্রমণকারীদের দাবি ছিল, এই দুই শীর্ষ সংবাদপত্র বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মদতদাতা। কিন্তু এই অভিযোগের আড়ালে যে সহিংসতার প্রকাশ ঘটে, তা কোনও সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার অংশ হতে পারে না।

বাংলাদেশের এই দাঙ্গা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। এটি বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা 'প্রেস ফ্রিডম'-এর যে চরম অবনতি ঘটছে, তারই একটি প্রমাণ। 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর ২০২৫-এর সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩তম। কিন্তু এই অবনমন কেবল দক্ষিণ এশিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই। ২০২৫ সালে বিশ্বজুড়ে অন্তত ৫০ জন সাংবাদিকের প্রাণ হারানোর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। যা অত্যন্ত ভয়ের।

মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সংবাদপত্রের অফিসে হামলা, রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধকালীন কঠোর সেন্সরশিপ, কিংবা মেক্সিকোর ড্রাগ কার্টেলদের হাতে সাংবাদিকদের মৃত্যু, সবই যেন একই সুতোয় গাঁথা। এমনকি স্থিতিশীল গণতন্ত্র বলে পরিচিত দেশগুলিতেও আজ সাংবাদিকরা চরম ঝুঁকিতে দিন কাটাচ্ছেন। তুরস্ক থেকে ভারত, সর্বত্রই 'ফেক নিউজ' বা জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার খবর প্রায়শই প্রকাশ্যে আসে। ঢাকার এই হামলা আন্তর্জাতিক মহলে, বিশেষ করে জাতিসংঘ ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর কাছে যদি এখনও সতর্কবার্তা না হয়ে ওঠে, তবে সংবাদমাধ্যমের ভবিষ্যত আঁধারে বলেই মনে করা হবে।

সংবাদমাধ্যমেই কেন হামলা হয়? এই প্রশ্ন যতবার ওঠে ততবার মনে রাখতে হবে সংবাদমাধ্যমের কাজ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনা, সত্যকে তুলে ধরা। সর্বোপরি, সরকারের কাজের সমালোচনা করা। এসবই একটি স্বাধীন প্রেসের প্রধান কাজ। প্রথম আলো বা ডেইলি স্টারের মতো প্রতিষ্ঠানে আগুন ধরানো মানেই তথ্যের প্রবাহ বা 'ইনফরমেশন ফ্লো'-এর গলা টিপে ধরা। এতে সমাজে গুজব বা ভুল তথ্য ছড়ানোর পথ হয়ে ওঠে মসৃণ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অস্থিরতা আরও বেশি উদ্বেগের। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে যদি সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তবে স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগও এই পরিস্থিতিতে ব্যহত হতে পারে।

তবে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২০২৪-এর ছাত্র অভ্যুত্থান, বাংলাদেশের মানুষ বারবার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকার সময় কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সামাজিক ঐক্য।

ঢাকার আকাশের সেই আগুনের শিখা হয়তো এখন নিভেছে, কিন্তু বাংলাদেশ ও সংবাদমাধ্যমের মনের ভেতর যে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা সহজে মেটার নয়। এই হামলা কেবল খবরের কাগজের ওপর ছিল না, এটা ছিল আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের 'রাইট টু ক্লো' বা 'জানার অধিকারের' ওপর আঘাত। তবে বাংলাদেশ এমন এক দেশ, যে বারবার ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ডানা ঝাপটে নতুন করে জেগে উঠেছে। ঝলসে যাওয়া 'প্রথম আলো'র অফিস থেকে পরদিন সকালের সংবাদপত্র প্রকাশ তারই এক অসাধারণ প্রমাণ। আমাদের বিশ্বাস শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের সাংবাদিকরা ফের ভয়হীন কলম ধরবেন। এটাই আজ আমাদের সবার চাওয়া।

আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা শুধু সাংবাদিকদের একার কাজ নয়, এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। গণতন্ত্রের প্রদীপ যদি জ্বালিয়ে রাখতে হয়, তবে খবরের অবাধ স্রোতকে আগলে রাখতেই হবে। আমরা এমন এক বিশ্ব চাই, যেখানে খবরের কাগজ হবে সুস্থ আলোচনার পাতা, আর জনমতের কাণ্ডারী।

ষষ্ট জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল

সম্প্রতি কোচবিহারের শালবাগান জঙ্গলে হয়ে গেল 'শালবাগান জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল'। এ বছর ষষ্ঠ বর্ষে পা দিল এই ব্যতিক্রমী নাট্য উৎসব। প্রকৃতি ও নাট্যচর্চার সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এই উৎসব ইতিমধ্যেই কোচবিহারের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে উঠেছে।

কোচবিহার অনাসৃষ্টি পরিচালিত এই ফেস্টিভ্যাল স্থানীয় নাট্যচর্চা, পরিবেশ সচেতনতা ও লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিক সাধনার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে পরিচিত। দিনের বেলায় জঙ্গলের ভেতরে নাটক মঞ্চস্থ হওয়া এবং রাতের বেলায় মশালের আলোয় অভিনয়, এই অভিনব রীতিই এই থিয়েটার ফেস্টিভ্যালকে অনন্য করে তুলেছে। এই উৎসবে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন নাট্যদলের মোট ২১টি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

শিশু নাটক, সামাজিক নাটক, লোকজ ধারার উপস্থাপনা থেকে শুরু করে সমসাময়িক চিন্তাধারার নাটকের বৈচিত্র্যই এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এই ফেস্টিভ্যালের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'জঙ্গল লাইব্রেরি'।

উৎসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশবান্ধব ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক বর্জন, প্রাকৃতিক মঞ্চব্যবস্থা - সব মিলিয়ে প্রকৃতি রক্ষার এক সামাজিক বার্তা দিল শালবাগান জঙ্গল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল।

৪২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

আন্তর্জাতিক সিনেমার আবহে সেজে উঠল কোচবিহার। ২০ ডিসেম্বর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ৪২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলা এই আয়োজনে ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা এবং ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিস অফ ইস্টার্ন রিজিয়ন।

প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবারের উৎসব তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উদ্বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হয় মেঘনাথ পরিচালিত তথ্যচিত্র 'এ সার্চ অফ অযান্ত্রিক', যা ঋত্বিক ঘটকের কালজয়ী সৃষ্টি 'অযান্ত্রিক' সিনেমার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। উৎসবে এবছর দেশ-বিদেশের মোট ৬টি বাছাই করা ছবি প্রদর্শিত হয়। উৎসবের একটি অংশ আগামী সোমবার ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে পড়ুয়ারাও বিশ্বচলচ্চিত্রের স্বাদ নিতে পারে।

শনিবার প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটির কার্যনির্বাহী সভাপতি শুভেন্দু ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শঙ্করনারায়ণ দাস, অধ্যাপিকা মৃণালিনী ঘোষ সহ চলচ্চিত্র প্রেমী বিশিষ্টজনেরা। আয়োজকদের মতে, সুস্থ চলচ্চিত্র চর্চার এই ধারা আগামী দিনে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

শৈল শহরের মুকুটে নয়া পালক

ভাস্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং: হোটেল ইন্ডাস্ট্রির স্বর্ণযুগে আরও এক ঐতিহাসিক সংযোজন। দার্জিলিংয়ের মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে নতুন পালক। দ্য ওবেরয় গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ সংস্থা ইআইএইচ লিমিটেড দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী মাকাইবাড়ি চা বাগানে একটি নতুন ওবেরয় বিলাসবহুল রিসোর্ট গড়ে তোলার লক্ষ্যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট (এমওএ) স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করেছে। উচ্চ-মূল্যের প্রাকৃতিক গন্তব্যকে কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিলাসবহুল আতিথেয়তা খাতে দীর্ঘমেয়াদি সম্প্রসারণ কৌশলের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মাকাইবাড়ি চা বাগান বিশ্বের প্রাচীনতম চা বাগানগুলির অন্যতম। হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় ১,২৩৬ একর (৫০০ হেক্টর) জুড়ে বিস্তৃত এই চা বাগান তার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিস্তৃত অরণ্যাঞ্চল এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। এখানেই অবস্থিত বিশ্বের প্রাচীনতম সচল চা কারখানাগুলির একটি, যা কাঠ, বাঁশ ও ঢালাই লোহার কাঠামোয় নির্মিত। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৯৮৮ সালে মাকাইবাড়ি বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ স্বীকৃত অর্গানিক চা বাগান হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে বায়োডাইনামিক ও পার্মাকালচার চাষপদ্ধতির চর্চা চলে আসছে।

কেবল কৃষিক্ষেত্রেই নয়, কমিউনিটি-নির্ভর পরিচালন মডেল-এর জন্যও মাকাইবাড়ি বিশেষভাবে পরিচিত। ন্যায্য শ্রমনীতি, জীবিকা উন্নয়ন এবং শ্রমিক পরিবারগুলির সার্বিক কল্যাণে ধারাবাহিক সহায়তাই এই মডেলের মূল ভিত্তি। এই দর্শন দ্য ওবেরয় গ্রুপের দায়িত্বশীল আতিথেয়তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ বলে জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত 'দ্য ওবেরয়, মাকাইবাড়ি টি এস্টেট, দার্জিলিং' রিসোর্টে মোট ২৫টি 'কি' (রুম ও সুইট) থাকবে এবং ২০৩০ সালে এর উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে। রিসোর্টটির নকশার দায়িত্বে রয়েছে ব্যাংককের

খ্যাতনামা নাভা ডিজাইন স্টুডিওস কো. লিমি.। প্রকল্পটি উন্নয়ন করা হচ্ছে লক্ষ্মী টি কো প্রাইভেট লিমিটেড-এর অংশীদারিত্বে। বাগডোগরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই রিসোর্টে যাতায়াতের সুবিধা বজায় রেখেই কম ঘনত্বের পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। মাস্টার প্ল্যানে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত 'কি' সংযোজনের সম্ভাবনাও রাখা হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে পরিবেশগত ও নান্দনিক বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী টি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রুদ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মাকাইবাড়ি প্রকৃতি, কারুশিল্প ও কমিউনিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা দেড়শো বছরেরও বেশি পুরোনো এক জীবন্ত ঐতিহ্য। এর নির্মল অরণ্য, বিস্তৃত হিমালয় দৃশ্যপট এবং বিরল জীববৈচিত্র্য একে সত্যিই ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। এই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে দার্জিলিংয়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিলাসিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ইআইএইচ লিমিটেড ও দ্য ওবেরয় গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। উন্নয়নের প্রতিটি ধাপে টেকসই চর্চাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।"

দ্য ওবেরয় গ্রুপের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান অর্জুন ওবেরয় বলেন, "মাকাইবাড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিল্প-ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব একে ওবেরয় রিসোর্টের জন্য এক অনন্য প্রেক্ষাপটে পরিণত করেছে। এই অংশীদারিত্ব প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিলনে রূপান্তরকারী অভিজ্ঞতা সৃষ্টির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের অপার সম্ভাবনার প্রতিও আমরা অত্যন্ত আশাবাদী।"

দ্য ওবেরয় গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিক্রম ওবেরয় বলেছেন,"মাকাইবাড়ি এমন একটি স্থান, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই রিসোর্ট উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা কেবল একটি বিলাসবহুল অভিজ্ঞতাই নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে এই ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ করে আসা কমিউনিটির জন্য টেকসই সুযোগ ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে চাই।"

উল্লেখ্য, এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ইআইএইচ লিমিটেড তার সম্প্রসারণ রোডম্যাপ বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগোল। সংস্থাটির বর্তমানে ২০৩০ সালের মধ্যে উদ্বোধনের লক্ষ্যে ২৯টি নতুন হোটেল ও বিলাসবহুল ক্রুজার প্রকল্প রয়েছে, যার মাধ্যমে ভারত ও নির্বাচিত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ২,২৫১টি নতুন 'কি' যুক্ত হবে। এর বড় অংশই ম্যানেজমেন্ট কনট্র্যাক্টের আওতায় পরিচালিত হবে। মাকাইবাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন ঐতিহ্যনির্ভর ও প্রকৃতিনির্ভর গন্তব্যে সংস্থার উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় হল, তেমনই পূর্ব ভারতে বিলাসবহুল আতিথেয়তা শিল্পে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ইআইএইচ লিমিটেড।

মালদায় উদ্ধার ৭৯০টি কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: কচ্ছপ পাচারের সেফ প্যাসেজ হিসেবে ফের উত্তরপ্রদেশ ও বালুরঘাটের যোগসূত্র সামনে এসেছে। সম্প্রতি আরপিএফ-এর 'অপারেশন উইলিপ'-এর আওতায় ঝাড়খণ্ডের বারহারবা এবং মালদা টাউন স্টেশনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃত চারজনই উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার পাকারি গ্রামের বাসিন্দা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আরপিএফ জওয়ানরা বারহারবা স্টেশনে ভাতিন্ডা-বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালান। ট্রেনের এস-ওয়ান (S1) কোচ থেকে ১৮টি

বস্তা ভর্তি মোট ৬৬২টি জীবন্ত কচ্ছপ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় করণ পাঠারকোট, মঞ্জু পাঠারকোট ও কুসুম পাঠারকোট নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে সাহেবগঞ্জ বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রাত দশটা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিউল-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ঢুকলে অন্য একটি দল অভিযান চালায়। সেখানে ঊর্মিলা নামে এক মহিলার হেফাজত থেকে ৫টি বস্তায় ভরা আরও ১২৮টি কচ্ছপ উদ্ধার হয়। মালদা জেলা আদালত ধৃত ওই মহিলাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। মালদা ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, রেলপথে অবৈধ কারবার রুখতে রেলমন্ত্রক অত্যন্ত তৎপর। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, আদালতের অনুমতি মিললেই উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কোচবিহারে সৌরচালিত পানীয় জলপ্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে এক বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল কোচবিহার পুরসভা। শহরের পাঁচটি জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নতুন করে জলাধার ও পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত ১, ১৮ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তোর্ষা নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকা, কোচবিহার স্টেডিয়াম চত্বর এবং ব্রাহ্ম মন্দির ক্যাম্পাসে অবস্থিত নিবেদিতা প্রাইমারি স্কুলে এই নতুন প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হবে। পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে যে, এই প্রকল্পগুলি আধুনিক সোলার সিস্টেম বা সৌরশক্তির সাহায্যে পরিচালিত হবে, যার ফলে বিদ্যুৎ ছাড়াই নিরবচ্ছিন্ন

জল সরবরাহ সম্ভব হবে। প্রতিটি জলাধারের জল ধারণক্ষমতা হবে চার হাজার লিটার এবং এখান থেকে সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ আয়রনমুক্ত ও পরিশ্রুত পানীয় জল পাবেন।

এই বিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন যে, শহরবাসীকে স্বচ্ছ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি কেন্দ্র তৈরির জন্য প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলে তিনি জানান। বর্তমানে শহরে মাটির গভীর থেকে পাম্পের মাধ্যমে এবং তোর্ষা নদীর জল সরবরাহ করা হলেও বেশ কিছু প্রান্তে জলের তীব্র সংকট ছিল। বিশেষ করে ১, ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্য প্রতিদিন বাঁধের রাস্তা পার হয়ে মূল শহরে আসতে হতো। তাঁদের এই দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব করতেই ওই এলাকায় তিনটি প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

একইভাবে কোচবিহার স্টেডিয়ামের নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন প্রচুর তরুণ-তরুণী খেলাধুলার জন্য সমবেত হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে, ব্রাহ্ম মন্দির ক্যাম্পাসের নিবেদিতা প্রাইমারি স্কুলে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে কয়েকশো শিশু পড়াশোনা করে। স্কুল চলাকালীন অভিভাবকদের দীর্ঘক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু পরিস্রুত জলের অভাবে এতদিন তাঁদের ভোগান্তি পোহাতে হতো। পুরসভার এই নতুন সিদ্ধান্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকেরা যথেষ্ট আনন্দিত। সব মিলিয়ে এই পাঁচটি জলপ্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কোচবিহার শহরের একটি বড় অংশের মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বড়দিনে পকেটশূন্য চা-বাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা, গির্জাগুলি সেজে উঠেছে আলোকসজ্জায়। বড়দিনের কেক, খ্রিস্টমাস ট্রি- এসবে মজে যখন কচিকাচাদের দল, ঠিক তখনই কালচিনি আর রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক মহল্লাগুলোতে উৎসবের আনন্দ যেন থমকে আছে। উৎসবের আলো যেখানে পৌঁছানোর কথা, সেখানে এখন গ্রাস করেছে বকেয়া মজুরির অন্ধকার আর উনুন না জ্বলার হাহাকার! নীল-সাদা গির্জাগুলো সেজে উঠলেও চা শ্রমিকদের মনে এবার বড়দিনের আনন্দ নেই, আছে শুধু শূন্য পকেটে সন্তানদের আবদার মেটাতে না পারার বিষাদ। কালচিনি ও রায়মাটাং, একই মালিকানাধীন এই দুই বাগানে গত ১২ ডিসেম্বর থেকে অসন্তোষের যে আগুন জ্বলছিল, তা চরম আকার নেয় মালিকপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায়। বাগান দুটি আজও পরিত্যক্ত। শ্রম দপ্তরের ডাকা বৈঠকে মালিকপক্ষের অনুপস্থিতি যেন আরও দুঃখের।

এ বিষয়ে আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস জানিয়েছেন, মালিকপক্ষ না আসায় বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি, আবার বৈঠক হবে বড়দিনের পর। ওদিকে মালিকপক্ষ আইনি নথির অভাবকে ঢাল করে বকেয়া মজুরি মেটানোর দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে তিনটি পাক্ষিকের হাড়ভাঙা খাটুনির টাকা আজও শ্রমিকদের হাতে পৌঁছায়নি।

একই করুণ ছবি ভানোবাড়ি চা বাগানেও। সেখানেও দফায় দফায় বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় উৎসবের দিনগুলো কাটছে চরম অনিশ্চয়তায়। কালচিনি ও রায়মাটাংয়ের শ্রমিকরা এখন পেটের দায়ে বড় আন্দোলনের পথে হাঁটার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। একদিকে যখন পর্যটকরা বড়দিনের কেক আর তুষারপাতের স্বপ্নে বিভোর, তখন ডুয়ার্সের এই চা বাগানগুলোতে উৎসব মানেই একরাশ দীর্ঘশ্বাস আর খালি থালা। নতুন জামার স্বপ্ন দেখা ছোট ছোট মুখগুলোর দিকে তাকালে এখন কেবলই হতাশা ঝরছে শ্রমিক বস্তিতে।

খেলার ইতিহাসের স্মরণিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ করল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। গত ১৫ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহার শহরের ল্যান্সডাউন হলে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ওই স্মরণিকা গ্রন্থে জেলার খেলার বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তরা। স্মরণিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাক্তন কার্যকারী সভাপতি বিমান জ্যোতি বিশ্বাস এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত। কোচবিহার জেলার খেলার বিভিন্ন ইতিহাস ওই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান সুব্রত দত্ত। এই স্মরণিকাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্মারকগ্রন্থ'। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্মদিনেই ওই গ্রন্থটি প্রকাশিত করা হয়।

মাস্টার্স অ্যাথলিটের দখলে ১৫টি সোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বয়সের বাধা তুচ্ছ করে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত ৪০তম স্টেট মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে কোচবিহারের ১০ জন প্রতিযোগী ১৫টি স্বর্ণপদক জয় করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই ১০ জন অ্যাথলিট ১৫টি সোনার পাশাপাশি ৬টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছেন। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত তাঁদের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করে বলেন, "এই বয়সে তাঁরা যে নজির সৃষ্টি করেছেন, তা আগামী প্রজন্মের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।"গত ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত জলপাইগুড়ির সাই কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতা হয়, যেখানে কোচবিহারের ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অশোক সরকার জানান, সব মিলিয়ে পয়েন্টের ভিত্তিতে তাঁরা রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। ৫০-এর কোঠায় থাকা মহিলা অ্যাথলিটদের মধ্যে ৫৫ বছর বয়সি স্বপ্না রায় বর্মা ১০০ ও ২০০ মিটার ও লং জাম্পে এবং ৫০ বছর বয়সি কল্পনা বর্মন ১০০, ২০০ মিটার ও ৮০ মিটার হার্ডলসে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনা জিতে নেন। পুরুষদের মধ্যে ৩৫ বছর বয়সি অতুল বর্মন ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে তিনটি সোনা এবং ৪০ বছর বয়সি মৃত্যুঞ্জয় রায় বীর জ্যাভলিন থ্রো ও ডিসকাস থ্রো-এ দুটি সোনা জয় করেছেন।

ইন্টার কলেজ স্পোর্টস মিট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল '৯ম ইন্টার কলেজ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস মিট ২০২৫-'২৬'। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, কোতয়ালি থানার আইসি তপন পাল-সহ প্রশাসন ও শিক্ষা জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ১৭টি কলেজ অংশগ্রহণ করে। দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প-সহ মোট ১২টি বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা তুলে ধরল এই আয়োজন।

নেশার হাতিয়ার ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ড্রাগের নেশার বিরুদ্ধে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে শুরু হল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গত ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল মাঠে রয়্যালস কাপ শীর্ষক ওই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি নিজেই মাঠে ক্রিকেট খেলে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে রামভোলা প্রিমিয়ার লিগ কমিটি।

পার্থপ্রতিম রায় বলেন,"সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে নেশার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হবে। সেই যুবসমাজকে মাঠমুখী করে তোলার জন্যও প্রচার চালানো হবে।"

উশু প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কামাখ্যাগুড়ি: দারিদ্র আর প্রতিকূলতাকে জয় করে মণিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হতে চলা ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে বাংলার হয়ে লড়তে নামছে ডুয়ার্সের তরুণ প্রতিভা ডানিয়ান লুগুন। কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক চা বাগানের এক শ্রমিক পরিবারের সন্তান ডানিয়ান উশু প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগের ৪৫ কেজি বিভাগে সুযোগ পেয়েছে। আগামী ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা হবে।

কার্তিকা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের একাদশ শ্রেণির এই ছাত্র অভাবের সংসারে বড় হয়েও দমে যায়নি। বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে কামাখ্যাগুড়িতে এসে কোচ উৎপল রায়ের কাছে গত তিন বছর ধরে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সে। সল্টলেকে আয়োজিত রাজ্য স্কুল গেমসে স্বর্ণপদক জিতেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে ডানিয়ান।

তবে সাফল্যের আনন্দের মাঝেও দুশ্চিন্তার ছায়া ডানিয়ানের পরিবারে। তার বাবা ফাবিয়ানুশ লুগুন একজন সাধারণ চা শ্রমিক। ডানিয়ানের কথায়, "আমাদের এলাকায় খেলার পরিকাঠামোর অভাব প্রকট। সরকারি সাহায্য ছাড়া আগামী দিনে এই খরচ সাপেক্ষ খেলা চালিয়ে যাওয়া আমার মতো সাধারণ পরিবারের ছেলের পক্ষে অসম্ভব।"

কোচ উৎপল রায়ের আশা, সঠিক পরিকাঠামো পেলে ডানিয়ান ভবিষ্যতে দেশের হয়ে পদক জয় করবে। রায়ডাক চা বাগানের মেঠো পথ থেকে শুরু হওয়া এই লড়াই এখন জাতীয় মঞ্চে বাংলার গৌরব রক্ষার প্রতীক্ষায়।

ব্রোঞ্জজয় বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রাজস্থানের মাটিতে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান দখল করে ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত ২১ ডিসেম্বর রবিবার তৃতীয়-চতুর্থ স্থান নির্ধারণের ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর আয়োজক দেশ রাজস্থানকেই পরাজিত করে বাংলা। এদিন পশ্চিমবঙ্গের দল ২৫-১৯, ১৮-২৫, ২৫-২২, ২৫-২০ পয়েন্টে রাজস্থানকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করে। যদিও এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর কাছে ০-৩ সেটে হেরে সোনার দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছিল বাংলা, তবে রবিবারের ম্যাচে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে তারা ব্রোঞ্জ পদক জয় করে নেয়।

রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছে কোচবিহার তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১১ জানুয়ারি কোচবিহার টেকনো ইন্ডিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

সংস্থার কর্মকর্তা বিশু রায় জানান, এই প্রতিযোগিতায় কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন। বিভিন্ন বয়স বিভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স প্রদর্শনকারী খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হবে।

উদ্যোক্তাদের মতে, এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মার্শাল আর্টের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে উৎসাহ প্রদান করা। নিয়মিত অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও সহনশীলতা গড়ে উঠবে বলেও মনে করছেন তাঁরা।

এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ক্রীড়াপ্রেমী ও মার্শাল আর্ট অনুরাগীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সফল আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আন্তঃপ্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাগডোগরা: ছাত্রছাত্রীদের কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শুরু হল ৪১তম আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সমূহের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

গত ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাগডোগরার ভুবনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পাথরঘাটা অঞ্চলের মোট ৩০টি স্কুল (প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র মিলিয়ে) এই আসরে যোগ দিয়েছে।

দুই দিনব্যাপী এই ক্রীড়া উৎসবে মোট ২৭২ জন খুদে প্রতিযোগী বিভিন্ন ইভেন্টে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের মতে, গ্রামীণ স্তরের এই ধরনের প্রতিযোগিতা কচিকাঁচাদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বড় ভূমিকা পালন করবে।

গঙ্গারামপুরে দাবার আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন

গঙ্গারামপুর: অভিনব চেস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ২১ ডিসেম্বর রবিবার গঙ্গারামপুর শহরের চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় ওপেন র‍্যা পিড চেস প্রতিযোগিতা। উত্তরবঙ্গের দাবাড়ুদের প্রতিভার বিকাশেই এই বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মালদা, দুই দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৮২ জন দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। মোট ছয় রাউন্ডের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে আয়োজিত এই দাবার আসরকে কেন্দ্র করে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আয়োজক সংস্থা অভিনব চেস অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আরও বড় আকারে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

টাউন ক্লাবের জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে জেলা লিগে নিজেদের দাপট বজায় রেখেছে ফালাকাটা টাউন ক্লাব। ২০ ডিসেম্বর শনিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় টাউন ক্লাব। নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তারা স্কোরবোর্ডে তোলে ২৪৫ রান। দলের পক্ষে অনবদ্য ইনিংস খেলেন সুদীপন তরফদার। মাত্র ৫ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করলেও তাঁর ৯৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন তুরজয় পাল (৫৫ রান)। ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পক্ষে মারুতি বোরাটে এবং বাঘা সিংহ ২টি করে উইকেট দখল করেন।

২৪৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে আগেই ভেঙে পড়ে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ব্যাটিং লাইন-আপ। টাউন ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৩০.১ ওভারে মাত্র ১০৪ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে হাসিনুর জামাল সর্বোচ্চ ১৬ রান করেন। টাউন ক্লাবের পক্ষে বল হাতে সফল প্রদীপ্ত সাহা ও জীবনেশ প্রামাণিক, দুজনেই ২টি করে উইকেট নেন।

ব্যাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সুদীপন তরফদার। টাউন ক্লাবের এই বড় জয় লিগের পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।

সিইএস ২০২৬: স্যামসাং ‘দ্য ফার্স্ট লুক ২০২৬’-এর টিজার প্রকাশ

কলকাতা: সিইএস ২০২৬-এ ‘দ্য ফার্স্ট লুক ২০২৬’ ইভেন্টের আগে, স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স ২৩শে ডিসেম্বর একটি টিজার ভিডিও প্রকাশ করেছে। এই ভিডিওর মাধ্যমে ইভেন্টের মূল থিম উন্মোচন করা হয়েছে, “ইয়োর কম্প্যানিয়ন টু এআই লিভিং” (আপনার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমৃদ্ধ জীবনের সঙ্গী)। এই টিজারটি স্যামসাং-এর একটি বিশেষ ভিশন বা লক্ষ্য তুলে ধরে। স্যামসাং তাদের সব পণ্য ও পরিষেবায় এআই যুক্ত করতে চায়। কোম্পানিটি ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন জীবনে এআই অভিজ্ঞতা উন্নত করতে চায়। তারা চায় নিজেদের একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে প্রমাণ করতে।

অনুষ্ঠানটি নিয়ে আগ্রহ তৈরি করতে এই ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। ভিডিওতে উজ্জ্বল আলো এবং রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন কিছু উদ্ভাবনের আভাস দেওয়া হয়েছে। এগুলো ‘দ্য ফার্স্ট লুক’ অনুষ্ঠানে প্রথম দেখানো হবে। এটি স্যামসাং-এর পণ্যে এআই-এর সহজ সমন্বয়কে প্রতীকীভাবে দেখায়। শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, আলো লাস ভেগাসের ‘উইন’ হোটেলে গিয়ে মিশছে। এখানেই অনুষ্ঠানটি হবে এবং এই থিম উন্মোচিত হবে।

‘দ্য ফার্স্ট লুক ২০২৬’ অনুষ্ঠানটি ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় (পিএসটি) শুরু হবে। এটি সিইএস ২০২৬ শুরু হওয়ার দুই দিন আগে অনুষ্ঠিত হবে। উইন লাস ভেগাসে একটি মিডিয়া ইভেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চার দিন ধরে প্রদর্শনী এবং টেক ফোরাম চলবে।

এই মিডিয়া ইভেন্টে স্যামসাং-এর প্রধান কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে থাকবেন টিএম রোহ (সিইও, ডিএক্স ডিভিশন), এসডব্লিউ ইয়ং (প্রেসিডেন্ট, ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে) এবং চিওলগি কিম (এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্স)। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে গ্রাহক অভিজ্ঞতার উন্নতির কৌশল তুলে ধরবেন।

৫ থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত টেক ফোরামগুলো অনুষ্ঠিত হবে। এখানে এআই, হোম অ্যাপ্লায়েন্স এবং ডিজাইন নিয়ে চারটি সেশন থাকবে। ‘দ্য ফার্স্ট লুক ২০২৬’ সম্পর্কে আরও তথ্য স্যামসাং নিউজরুমে জানানো হবে।

প্লেয়ো-র সঙ্গে অংশীদারিত্ব ডেক্যাথলন ইন্ডিয়ার

কলকাতা: ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় স্পোর্টস রিটেইল ব্র্যান্ড ‘ডেক্যাথলন’ এবং বিশ্বের বৃহত্তম স্পোর্টস কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম ‘প্লেয়ো’ এক কৌশলগত অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। ‘সবার জন্য খেলাধুলা’, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ডেক্যাথলনের ৩৬টি প্লে-গ্রাউন্ড এখন থেকে প্লেয়ো অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি বুক করা যাবে।

এই সহযোগিতার ফলে প্লেয়োর ৫০ লক্ষাধিক ব্যবহারকারী এখন থেকে সহজেই সাশ্রয়ী মূল্যে ডেক্যাথলনের উন্নত মানের খেলার মাঠগুলো ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। বর্তমানে ডেক্যাথলনের ৩৬টি মাঠ লাইভ দেখানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাহকরা ২০ দিন আগে থেকেই তাদের পছন্দের স্লট বুক করতে পারবেন এবং কিছু নির্দিষ্ট স্টোরে ভোর ৬টা থেকেই খেলার সুবিধা পাওয়া যাবে।

ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, পিকলবল থেকে শুরু করে যোগব্যায়াম পর্যন্ত বিভিন্ন অনুশীলনের জন্য ডেক্যাথলনের এই মাঠগুলো অত্যন্ত নিরাপদ ও সুবিধাজনক। প্রতিটি মাঠে রয়েছে পর্যাপ্ত আলো, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের উপস্থিতি। প্লেয়ো অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা কেবল মাঠ বুকিংই নয়, বরং অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে যুক্ত হওয়া এবং রেটিং দেখার সুবিধাও পাবেন।

ডেক্যাথলন ইন্ডিয়ার সিইও শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, “প্লেয়ো-র সাথে এই চুক্তি আমাদের ইন্টিগ্রেটেড স্পোর্টস ইকোসিস্টেম তৈরির পথে একটি বড় পদক্ষেপ।” অন্যদিকে, প্লেয়ো-র প্রতিষ্ঠাতা গৌরবজিৎ সিং জানান, ডেক্যাথলনের মতো বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা ভারতের কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খেলাধুলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

২০০৯ সালে সারজাপুর স্টোর থেকে শুরু করে বর্তমানে ভারতজুড়ে ৭৬টি প্লে-গ্রাউন্ড পরিচালনা করছে ডেক্যাথলন।

স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের প্রসারে উদ্যোগ ফ্লিপকার্টের

শিলিগুড়ি: ভারতের নিজস্ব ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্ট, দেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং সরকারি ‘স্কিল ইন্ডিয়া মিশন’-কে ত্বরান্বিত করতে ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং’ (NCVET)-এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। নয়াদিল্লির কৌশল ভবনে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের (MSDE) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়।

এই সহযোগিতার মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট ভারতের ই-কমার্স খাতের প্রথম সংস্থা হতে চলেছে যারা প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং শংসাপত্র প্রদানের জন্য NCVET-এর দ্বৈত স্বীকৃতি (AWARDING BODY DUAL) লাভ করবে। এর ফলে ফ্লিপকার্টের ডিজাইন করা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হবে এবং ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (NSQF)-এর সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকবে।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হল ই-কমার্স ও লজিস্টিকস ক্ষেত্রে একটি বিশাল কর্মদক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। এনসিভিইটি-এর সঙ্গে এই চুক্তি আমাদের কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অফিশিয়াল প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্রের কাঠামোতে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।”

এমএসডিই-এর সচিব তথা NCVET-এর চেয়ারপারসন দেবশ্রী মুখার্জি জানান, “শিল্পের অংশগ্রহণ দক্ষতা ফ্রেমওয়ার্ককে আরও প্রাসঙ্গিক ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ফ্লিপকার্টের এই উদ্যোগ ভারতের দক্ষতা ইকোসিস্টেমে অর্থবহ অবদান রাখবে।”

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এখন থেকে এমন শংসাপত্র পাবেন যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সমানভাবে সমাদৃত হবে। এই ডিজিটাল শংসাপত্রগুলো ডিজি লকার-এ রাখা যাবে এবং একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট-এর মাধ্যমে যাচাই করা যাবে। এই উদ্যোগটি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য রাখে।

আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফের নতুন ফান্ড লঞ্চ

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড তাদের জনপ্রিয় ইউনিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান-এর অধীনে নতুন ফান্ড ‘আইসিআইসিআই প্রু সেক্টর লিডারস ইনডেক্স ফান্ড’ লঞ্চ করেছে। এর লক্ষ্য হল ভারতীয় অর্থনীতির ২০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে গ্রাহকদের একটি ভালো ইক্যুইটি পোর্টফোলিও অফার করা।

যেসব বিনিয়োগকারী ইক্যুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সহজ ও নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতি খুঁজছেন, তাঁদের জন্য ডিজাইন করা এই ফান্ডটি ব্যক্তিগতভাবে স্টক নির্বাচন করার প্রয়োজন ছাড়াই বাজারের সেরা কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। যারা পরোক্ষ বিনিয়োগ কৌশল পছন্দ করেন এবং ব্যাপক সেক্টর বৈচিত্র্য ও প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মূল ইক্যুইটি অ্যালোকেশন তৈরি করতে চাইছেন, তাদের জন্য এটি উপযুক্ত। এটি বিএসই ইন্ডিয়া সেক্টর লিডারস ইনডেক্স-কে অনুসরণ করে। দীর্ঘমেয়াদে গ্রাহকদের ফান্ডের ভ্যালু বাড়ানোই এর মূল লক্ষ্য। এই ফান্ডের সূচনা কোম্পানির রৌপ্য জয়ন্তী উদযাপনের সাম্প্রতিক মাইলফলকের অংশ। নতুন ফান্ডটি বর্তমানে বিনিয়োগের জন্য খোলা রয়েছে।

গ্রিড. প্রযুক্তির জন্য অপ্রভা এনার্জিকে বিশেষ সম্মান প্রদান

মুম্বই: ভারতের অন্যতম প্রধান সমন্বিত জ্বালানি সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ‘অপ্রভা এনার্জি’, তাদের উদ্ভাবনী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং সমাধানের জন্য জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের ‘ন্যাশনাল কনফারেন্স অন দ্য ইউজ অফ এআই অ্যান্ড এমএল ইন দ্য পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর’-এ এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল খাট্টার অপ্রভা এনার্জি দলের হাতে রানার-আপ পুরস্কারটি তুলে দেন।

উক্ত সম্মেলনে ডিসকম, প্রযুক্তি প্রদানকারী এবং হোম অটোমেশন খাতের প্রায় ২০০টি সমাধান প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে অপ্রাভা এনার্জি তাদের পার্টনার ‘ওয়ার্ক অন গ্রিড’-এর সহযোগিতায় তৈরি ‘ডিসকম জিপিটি (গ্রিড.)’ প্রদর্শন করে। এটি একটি পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি, যা জেনারেটিভ এআই এবং উন্নত মেশিন লার্নিং ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রিডের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করতে সক্ষম।

অপ্রভা এনার্জি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব রঞ্জন মিশ্র বলেন, “গ্রিড. হল বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজানোর একটি প্রয়াস। এটি কেবল প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ নয়, বরং গ্রিডের নির্ভরযোগ্যতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার একটি সাহসী পদক্ষেপ। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের এই স্বীকৃতি আমাদের উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের পথে আরও উৎসাহিত করবে।”

অপ্রভা এনার্জি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৭.৮ মিলিয়ন স্মার্ট মিটার স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যা দেশের ডিজিটাল জ্বালানি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গঙ্গার বুকে ব্লেন্ডারস প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের সমাপ্তি ঘোষণা

কলকাতা / শিলিগুড়ি: ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধনে কলকাতায় সমাপ্ত হয়েছে এ বছরের ‘ব্লেন্ডারস প্রাইড ফ্যাশন ট্যুর’। আইকনিক হাওড়া ব্রিজকে নেপথ্যে রেখে হুগলি নদীর বুকে ভাসমান একটি বিশাল বার্জ বা জলযানে আয়োজিত হয় এই মেগা ফ্যাশন শো। ফ্যাশন ডিজাইনার অনামিকা খান্নার বিশেষ কালেকশন এবং শো-স্টপার হিসেবে বলিউড তারকা ঈশান খট্টরের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক অনন্য রূপ দেয়।

ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এফডিসিআই)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই শো-টির থিম ছিল ‘ফিউচার ইজ ক্রাফটেড’। অনামিকা খান্না প্রথাগত জরদৌসি, চিকনকারি এবং আয়নার কাজকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেয়। মেটালিক ইন্টারভেনশন এবং ফিউচারিস্টিক টেইলরিংয়ের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন আগামী প্রজন্মের ফ্যাশনকে।

আলো, ধোঁয়া এবং সঙ্গীতের আবহে গঙ্গার বুকে বার্জটিকে একটি ভাসমান থিয়েটারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত মুহূর্তে ঈশান খট্টর স্পিডবোটে করে প্রবেশ করে দর্শকদের চমকে দেন। ঈশান বলেন, “প্রথা ভেঙে নতুন কিছু করার এই প্রচেষ্টার অংশ হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।” পার্নোড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিএমও দেবশ্রী দাশগুপ্ত বলেন, “কলকাতা আমাদের এই অনুষ্ঠানের সেরা সমাপ্তি উপহার দিয়েছে। ঐতিহ্য ও উদ্ভাবন কীভাবে অসাধারণত্ব সৃষ্টি করতে পারে, তারই প্রমাণ এই শো।” ডিজাইনার অনামিকা খান্না জানান, ভারতীয় কারুশিল্পকে আধুনিক বিশ্বের উপযোগী করে নতুনভাবে কল্পনা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিখ্যাত ‘বেঙ্গল প্যাডেল’ বার্জে শহরের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এই আয়োজন কলকাতার ফ্যাশন ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সচেতনতা উদ্যোগে মণিপাল হসপিটালসের ‘অন্বেষণা’

বারুইপুর: পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান মণিপাল হসপিটালস (ইএম বাইপাস), আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে তাদের বিশেষ উদ্যোগ ‘অন্বেষণা – মিডিয়া এডুকেশন ফর মিডিয়া’-র অধীনে একটি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে। এই সভার মূল লক্ষ্য ছিল গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল রোগ, কিডনি সমস্যা এবং জটিল হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ড. সৌরভ মুখোপাধ্যায়, নেফ্রোলজিস্ট ডঃ রোহিত রুংটা এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ড. দেবপ্রিয় মণ্ডল। চিকিৎসকরা জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং খাদ্যাভ্যাসের কারণে হওয়া বিভিন্ন রোগ, প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব এবং আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ডঃ রোহিত রুংটা জানান, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। শুরুতেই রোগ ধরা পড়লে এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তন করলে দীর্ঘমেয়াদে সুফল পাওয়া সম্ভব। ড. সৌরভ মুখোপাধ্যায় আবার ফ্যাটি লিভার, অ্যাসিড রিফ্লাক্স এবং লিভারের জটিলতা নিয়ন্ত্রণে উন্নত এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। ডঃ দেবপ্রিয় মণ্ডল আধুনিক কার্ডিয়াক কেয়ার এবং মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতি যেমন টিএভিআর এবং উন্নত অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সুফল ব্যাখ্যা করেন, যা রোগীকে দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে।

সভায় বারুইপুরের সাংবাদিকদের জন্য একটি ‘মিডিয়া প্রিভিলেজ কার্ড’ লঞ্চ করা হয়, যা জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সাহায্য করবে। ‘অন্বেষণা’ উদ্যোগটি এর আগে তমলুক, বর্ধমান, শিলিগুড়ি ও মালদহ সহ বিভিন্ন জায়গায় সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে। মণিপাল হসপিটালসের এই প্রয়াস প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দেবে বলা আশা করা হচ্ছে।

মণিপাল হসপিটালসের ‘অন্বেষণা’ এবার হাওড়ায়

হাওড়া: পূর্ব ভারতে স্নায়ুরোগ, রক্তজনিত ব্যাধি এবং হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ মোকাবিলায় আজ হাওড়ায় একটি বিশেষ সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেছে মণিপাল হসপিটালস (ইএম বাইপাস)। তাদের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ ‘অন্বেষণা – মিডিয়া এডুকেশন ফর মিডিয়া’-র অধীনে এই আলোচনা শিবিরে চিকিৎসকরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও আগাম রোগ নির্ণয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হসপিটালের নিউরোসার্জারি বিভাগের ডিরেক্টর, মাইল্ড ও সিনিয়র কনসালটেন্ট ড. এল. এন. ত্রিপাঠী, ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজি ও বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগের ক্লিনিক্যাল লিড ড. রাজীব দে এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিভগের কনসালটেন্ট ড. অভিষেক রায়।

ড. এল. এন. ত্রিপাঠী জানান ব্রেন টিউমার, স্ট্রোক এবং স্পাইনাল ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যাগুলি ক্রমশ বাড়ছে। মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি এবং উন্নত নিউরো-ইমেজিংয়ের মাধ্যমে এখন অত্যন্ত নির্ভুলভাবে এই রোগের চিকিৎসা কতা সম্ভব।

ড. রাজীব দে: থ্যালাসেমিয়া, লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমার মতো জটিল রোগের চিকিৎসায় ব্যক্তিগত যত্ন এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের আধুনিক সুবিধার কথা তুলে ধরেন।

ড. অভিষেক রায় ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন, এখন টিএভিআর-এর মতো আধুনিক ক্যাথেটার-ভিত্তিক পদ্ধতিতে বড় অস্ত্রোপচার ছাড়াই হার্টের ভালভ প্রতিস্থাপন সম্ভব, যা দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকদের জন্য একটি ‘মিডিয়া প্রিভিলেজ কার্ড’ লঞ্চ করা হয়, যা তাঁদের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সহায়তা করবে। চিকিৎসকরা আশ্বস্ত করেন যে, এখন পশ্চিমবঙ্গেই বিশ্বমানের নিউরোসার্জারি ও হেমাটোলজি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে, ফলে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভিন রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৬৫ কোটি টাকার সিরিজ বি ফান্ডিং সংগ্রহ ভিরোহান-এর

কলকাতা: ভারতের স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষার অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান ‘ভিরোহান’ তাদের চলমান সিরিজ বি ফান্ডিং রাউন্ডে ৬৫ কোটি টাকা ($৭.৫ মিলিয়ন) সংগ্রহ করেছে। জাপানের মাইনাভি কর্পোরেশন-এর নেতৃত্বে এই রাউন্ডে ব্লুম ভেঞ্চারস, ভারত ইনক্লুসিভ টেকনোলজিস এবং রিব্রাইট পার্টনারসের মতো বিদ্যমান বিনিয়োগকারীরাও অংশ নিয়েছেন।

এই অর্থায়ন ভিরোহান-এর লাভজনক হওয়ার পথকে ত্বরান্বিত করবে। বিশেষ করে পণ্যের উদ্ভাবন, কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত প্রতিভা নিয়োগের ক্ষেত্রে এই তহবিল ব্যবহার করা হবে। ২০১৮ সালে যাত্রার পর থেকে ভিরোহান ২০টিরও বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (যেমন- ইউপিইএস, সিএমআর ইউনিভার্সিটি) সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ১৩,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়াও লেন্সকার্ট, মেদান্তা এবং ডক্টর লাল প্যাথল্যাবস-এর মতো ২,০০০-এর বেশি শীর্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে।

ভিরোহান-এর সিইও কুণাল দুদেজা বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হল শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যকার দূরত্ব কমানো। ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীর জীবনে প্রভাব ফেলতে চাই এবং ভারত ও বিদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করতে চাই।”

মাইনাভি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিদেকাজু ইতো বলেন, “বিশ্বজুড়ে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। ভিরোহান-এর প্রযুক্তি ও শিল্প-নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি এই চাহিদা পূরণে সক্ষম। আমরা বিশ্বাস করি, তাদের এই প্রবৃদ্ধি একটি অর্থবহ সামাজিক প্রভাব তৈরি করবে।”

কল্যাণী ইউএফসি-র ঠিকানা পরিবর্তন

কল্যাণী: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কল্যাণীতে অবস্থিত তাদের ইউটিআই ফিনান্সিয়াল সেন্টার স্থানান্তরের কথা ঘোষণা করেছে। ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে। নতুন শাখাটি এখন থেকে এই ঠিকানায় পরিচালিত হবে: ইউটিআই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, বি-৮/২৫ (সিএ), প্রথম তল, কল্যাণী – ৭৪১২৩৫, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

শাখাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জোনাল হেড জনাব অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, কলকাতা ইউএফসি-র চিফ ম্যানেজার মি. শুভদীপ গাঙ্গুলি এবং সল্টলেক ইউএফসি-র চিফ ম্যানেজার শ্রীমতি সঞ্চিতা ঘোষ।

সংস্থাটি তার গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছে যে নতুন অবস্থানে স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়াটি হবে অত্যন্ত সহজ এবং স্বচ্ছ। ঠিকানা পরিবর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ইমেল এবং এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহকদের জানানো হবে।

আগের ইউটিআই ফিনান্সিয়াল সেন্টারটির ঠিকানা ছিল: বি-১২/১, আনন্দধারা, সেন্ট্রাল পার্কের কাছে, কল্যাণী – ৭৪১২৩৫, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ড তাদের ইউটিআই ফিনান্সিয়াল সেন্টার, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েট, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্যাংকের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গঠিত ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেয়।

‘বিস্পোক এআই’ কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স লঞ্চ স্যামসাংয়ের

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং, আগামী ‘সিইএস ২০২৬’ মেলায় তাদের সর্বাধুনিক কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের রেঞ্জ নিয়ে হাজির হতে চলেছে। এই নতুন তালিকায় থাকছে গুগল জেমিনাই এবং গুগল ক্লাউড প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ‘বিস্পোক এআই’ রেফ্রিজারেটর, ওটিআর মাইক্রোওয়েভ এবং স্লাইড-ইন রেঞ্জ।

স্যামসাং-এর নতুন ‘বিস্পোক এআই রেফ্রিজারেটর ফ্যামিলি হাব’-এ প্রথমবারের মতো গুগল জেমিনাই ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে। এর উন্নত ‘এআই ভিশন’ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুলভাবে খাদ্যদ্রব্য চিনতে পারবে। আগে এটি সীমিত সংখ্যক খাবার চিনতে পারলেও, নতুন সংস্করণে প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং ব্যক্তিগত কন্টেইনারে রাখা খাবারগুলোও স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত ও তালিকাভুক্ত করার ক্ষমতা থাকবে।

নতুন ‘বিস্পোক এআই ওয়াইন সেলার’-এ থাকা ক্যামেরা প্রতিটি বোতলের লেবেল শনাক্ত করবে এবং স্মার্টথিংস এআই ওয়াইন ম্যানেজারের মাধ্যমে বোতলটি কোন তাকে আছে তা জানিয়ে দেবে। এমনকি ওয়াইনের ধরন অনুযায়ী খাবারের পরামর্শও দেবে এই সিস্টেম। এছাড়া নতুন ডিজাইনের ফ্রেঞ্চ ডোর রেফ্রিজারেটরে থাকছে ‘অটো ভিউ’ স্বচ্ছ দরজা এবং আধুনিক স্টেইনলেস স্টিল ফিনিশ।

রান্নাঘরকে ধোঁয়ামুক্ত রাখতে স্যামসাং আনছে ‘ডুয়াল ভেন্ট’ সম্পন্ন ওটিআর মাইক্রোওয়েভ নিয়ে এসেছে তারা। এর উন্নত ফ্রন্ট ভেন্টিলেশন উইং সামনের বার্নার থেকে উৎপন্ন হওয়া ধোঁয়া শোষণে অনেক বেশি কার্যকর।

স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের ডিজিটাল অ্যাপ্লায়েন্স বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়ং সেউং মুন বলেন, “গুগল ক্লাউডের সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা কিচেন প্রযুক্তিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত এবং গ্রাহকদের ব্যক্তিগতকৃত এআই অভিজ্ঞতা উপহার দিতে সর্বদা উন্মুখ হয়ে রয়েছি।”

মণিপাল হাসপাতালের বোলপুর শাখায় এল ‘অন্বেষণা’

বোলপুর: মণিপাল হসপিটাল ব্রডওয়ে, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিৎসা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তাদের ‘অন্বেষণা’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বোলপুরে একটি ইন্টারেক্টিভ অধিবেশনের আয়োজন করে। অর্থোপেডিকসের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডঃ তন্ময় কর্মকার এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজির কনসালটেন্ট ডঃ রাজা নাগের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডঃ অমল চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, যিনি গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সাথে বিশেষায়িত চিকিৎসার অগ্রগতি, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং রোগী-কেন্দ্রিক যত্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

সংস্কৃত শব্দ ‘অনুসন্ধান ও আবিষ্কার’ থেকে উদ্ভূত ‘অন্বেষণা’ কর্মসূচিটি তমলুক, কাঁথি এবং জামশেদপুর সহ বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হওয়ার পর এটি এখন বোলপুরে পৌঁছেছে, যেখানে চিকিৎসকরা চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছে।

মণিপাল হাসপাতাল ভারতজুড়ে ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে চলেছে, বর্তমানে যার অধীনে রয়েছে ২৪টি শহরের ৪৯টি হাসপাতাল, যেখানে রয়েছে ১২,৬০০টিরও বেশি শয্যা এবং ১১,০০০ চিকিৎসক। এই প্রতিষ্ঠানটি ৮ মিলিয়নেরও বেশি রোগীকে সেবা প্রদান করেছে এবং বিশেষ করে কার্ডিওলজি ও অর্থোপেডিক্সে সমন্বিত, বহু-বিভাগীয় চিকিৎসা প্রদান করে আসছে।

অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ তন্ময় কর্মকার বলেন, “আজকাল অলস জীবনযাপন, ভুল অঙ্গবিন্যাস এবং সচেতনতার অভাবের কারণে অনেক কম বয়স থেকেই জয়েন্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই সকলকে সচেতন করে তুলতে আমরা এই ‘অন্বেষণা’ উদ্যোগটি চালু করেছি, যাতে সমস্যাগুলোকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায় এবং পি[ৰতিৰোধ করা যায়।”

আসানসোলের রোগীর হৃদরোগ চিকিৎসায় ইএম বাইপাসে মণিপাল হাসপাতালের সাফল্য

আসানসোল: মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপের অংশ মণিপাল হাসপাতাল, ইএম বাইপাস, গত ২৯শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আসানসোলের ৬০ বছর বয়সী রামস্বারূপের শরীরে পূর্ব ভারতের প্রথম মাইক্লিপ টিইইআর (MyCLIP TEER) প্রতিস্থাপন করে হৃদরোগ চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ডঃ দিলীপ কুমার এবং কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞদের একটি দলের সহায়তায় সম্পাদিত এই পদ্ধতিটি ওপেন-হার্ট সার্জারির জন্য অনুপযুক্ত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের জন্য একটি নিরাপদ চিকিৎসার বিকল্প প্রদান করেছে এবং স্বাস্থ্যসেবায় বহুবিভাগীয় সহযোগিতার কার্যকারিতাকে তুলে ধরেছে।

মাইক্লিপ ডিভাইসটি পূর্বে বিশ্বজুড়ে মাত্র দুটি কোম্পানি তৈরি করত এবং এর জন্য চিকিৎসায় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হতো। ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অধীনে মেরিল এখন এটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করছে, যার ফলে খরচ প্রায় ৫০% কমে গিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে, সরকারি স্বাস্থ্য বীমা না থাকার কারণে আসানসোলের এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে প্রস্তুতকারক সংস্থাটি একটি সিএসআর (CSR) উদ্যোগের মাধ্যমে এবং মণিপাল ফাউন্ডেশন ও আরেকটি সামাজিক সংস্থার সহায়তায় খরচ আরও কমিয়ে নিয়ে আসে, যা রামস্বরূপের আর্থিক বোঝাকে হ্রাস করতে সাহায্য করেছে।

ডঃ দিলীপ কুমার বলেন, "রামস্বরূপের ক্ষেত্রে, ওপেন-হার্ট সার্জারিতে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি ছিল। মাইক্লিপ টিইইআর একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক অথচ কার্যকর বিকল্প প্রদান করেছে, যা তাকে সুস্থ হয়ে ওঠার একটি বাস্তব সুযোগ দিয়েছে।"

ভারতের ৫০ লক্ষকে এআই ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান আইবিএম-এর

কলকাতা: ভারতের তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যত প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে বড় ঘোষণা করল আইবিএম। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতজুড়ে ৫০ লক্ষ শিক্ষার্থী ও লার্নারদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছে সংস্থাটি। মূলত 'আইবিএম স্কিলসবিল্ড' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ চালানো হবে।

আইবিএম-এর এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল একটি সাম্যভিত্তিক ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এআই ও অন্যান্য উদীয়মান প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে আইবিএম 'অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন'-এর মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হ্যাকাথন, ইন্টার্নশিপ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

আইবিএম-এর চেয়ারম্যান ও সিইও অরবিন্দ কৃষ্ণ বলেন, "এআই এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারতের রয়েছে। ৫০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ করে তোলার এই প্রতিশ্রুতি আসলে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি বিনিয়োগ। উন্নত প্রযুক্তির শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে আমরা উদ্ভাবনী ভারত গড়তে সাহায্য করছি।"

স্কুল স্তরেই শিক্ষার্থীদের মানসিক গড়ন তৈরি করতে আইবিএম উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের জন্য এআই পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা তৈরির কাজেও যুক্ত রয়েছে। আইবিএম স্কিলসবিল্ড বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ১০০০-এর বেশি কোর্স অফার করে এবং ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৩ কোটি মানুষকে প্রশিক্ষিত করার যে বৈশ্বিক লক্ষ্য আইবিএম নিয়েছে, ভারত তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

স্মার্ট থিংস ইকোসিস্টেমে 'ম্যাটার-কম্প্যাটিবল' ক্যামেরা যুক্ত করল স্যামসাং

কলকাতা: গ্লোবাল স্মার্ট হোম স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে পরিচিত 'ম্যাটার ১.৫'-এর ক্যামেরা সাপোর্ট লঞ্চ করল স্যামসাং স্মার্ট থিংস। এর মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে প্রথম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্যামসাং তাদের স্মার্ট থিংস ইকোসিস্টেমে 'ম্যাটার-কম্প্যাটিবল' ক্যামেরা যুক্ত করার গৌরব অর্জন করেছে।

চলতি মাসের শেষ দিক থেকেই স্মার্টথিংস আপডেটের মাধ্যমে আলো, দরজার লক এবং সেন্সরের পাশাপাশি ক্যামেরাগুলোকেও এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। 'কনেক্টিভিটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যালায়েন্স' (সিএসএ) দ্বারা নভেম্বর মাসে ঘোষিত এই 'ম্যাটার ১.৫' স্ট্যান্ডার্ডটি ইনডোর-আউটডোর সিকিউরিটি ক্যামেরা এবং ভিডিও ডোরবেলের জন্য লাইভ স্ট্রিমিং, টু-ওয়ে যোগাযোগ, মোশন ডিটেকশন এবং প্যান-টিল্ট-জুম কন্ট্রোলের মতো আধুনিক ফিচারকেও সমর্থন করে।

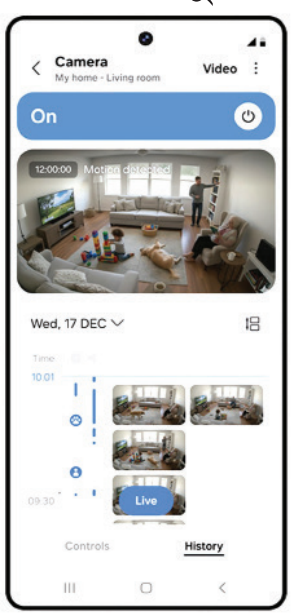

স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের স্মার্টথিংস টিমের প্রধান জেইয়ন জং বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও প্রোটোকলের পণ্যগুলোকে একটি ইউনিফাইড অভিজ্ঞতার আওতায় নিয়ে আসা। ম্যাটার-এর এই সম্প্রসারণ গ্রাহকদের নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।"

এই আপডেটের ফলে আকোয়ারা, ইভ এবং আল্টিক্যাম-এর মতো বিশ্বসেরা নির্মাতারা আলাদা এপিআই ছাড়াই সরাসরি স্মার্টথিংসের সঙ্গে তাদের ক্যামেরাকে যুক্ত করতে পারবে। ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এই নতুন ক্যামেরাগুলো বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে 'ওয়ার্কস উইথ স্মার্টথিংস' প্রোগ্রামের আওতায় ৩৯০টিরও বেশি ব্র্যান্ডের ৪,৭০০টিরও বেশি মডেল সমর্থন করছে স্যামসাং। ম্যাটার স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আসার মাধ্যমে স্যামসাং স্মার্ট হোম সেক্টরে তাদের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করতে চলেছে।

কোক স্টুডিও ভারত-এর প্রথম লাইভ কনসার্ট দিল্লিতে

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়া এক যুগান্তকারী সাংস্কৃতিক মুহূর্তের কথা ঘোষণা করেছে। আগামী জানুয়ারি মাসে দিল্লি এবং গুয়াহাটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'কোক স্টুডিও ভারত লাইভ'। এতদিন পর্যন্ত দর্শকরা কোক স্টুডিওর সঙ্গীত কেবল ডিজিটাল পর্দায় উপভোগ করেছেন, তবে এবার তারা সরাসরি মঞ্চে প্রিয় শিল্পীদের গান শোনার সুযোগ পাবেন। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হল সঙ্গীত, খাদ্য এবং সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধনের মাধ্যমে ভারতের তরুণ প্রজন্মের কাছে লোকসঙ্গীত ও আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ফিউশন তুলে ধরা।

কোকা-কোলা ইনসোয়া-র আইএমএক্স লিড শান্তনু গাঙ্গানে এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, "কোক স্টুডিও ভারত এখন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে যেখানে শিল্পী এবং শ্রোতারা সঙ্গীতের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হন। তাই এই ডিজিটাল অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনে একটি বিশাল পাবলিক শোকেস হিসেবে নিয়ে আসা আমাদের জন্য একটি স্বাভাবিক অথচ সাংঘাতিক পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সঙ্গীত ঐতিহ্যকে এক আধুনিক আঙ্গিকে উদযাপন করা হবে।"

দিল্লির অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন প্রখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল, আদিত্য রিখারি, রশ্মিত কৌর এবং দিব্যম ও খোয়াব। শ্রেয়া ঘোষাল এই আয়োজনের অংশ হতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান যে, কোক স্টুডিও ভারতের নিজস্ব সঙ্গীতকে নতুন করে চেনার সুযোগ করে দিয়েছে এবং প্রথম লাইভ শো-তে পারফর্ম করা অত্যন্ত সম্মানের। অন্যদিকে, গুয়াহাটির অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন অনুভ জৈন, শঙ্করাজ কোঁয়ার, ঋতু রিবা এবং আনুষ্কা মাস্কে।

কলকাতায় প্রথম পরিবেশবান্ধব সুপার কার্গো যান নিয়ে এল মন্ট্রা

কলকাতা: মন্ট্রা ইলেকট্রিক আজ তাদের বৈদ্যুতিক হালকা বাণিজ্যিক যানের প্রথম লট সরবরাহের মাধ্যমে কলকাতা বাজারে 'সুপার কার্গো'-র আনুষ্ঠানিক লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। লজিস্টিক জায়ান্ট 'দিল্লিভারি'-র সঙ্গে 'ড্যাশ-ইভি'-র সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে এই ব্যাচটি শেষ মাইলের ই-কমার্স কার্যকলাপে ব্যবহার করা হবে, যা পূর্ব ভারতে স্থিতিশীল লজিস্টিক সমাধানের প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মন্ট্রা ইলেকট্রিকের সুপার কার্গো যানটিতে রয়েছে ১.২ টন জিভিডব্লিউ এবং ১৭০ কিউবিক ফুট কন্টেইনার, যা কর্মদক্ষতা এবং আয়তন, উভয় ক্ষেত্রেই সেরা। এই স্থাপনায় প্রশস্ত কেবিনের মাধ্যমে চালকের আরামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটি সেরা রেঞ্জ প্রদান করে। সেই সঙ্গে রয়েছে ৫ বছর বা ১.৭৫ লক্ষ কিমি ব্যাটারি ওয়ারেন্টি, যা মালিকানার মোট খরচ কমাতে সাহায্য করবে। নির্বিঘ্ন পরিচালনার জন্য এই যানবাহনে '1'M ONE MONTRA ELECTRIC' অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা দেয়। এর ফলে পার্টনাররা শেষ মাইলের ডেলিভারির জন্য প্রয়োজনীয় গতি ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে আপস না করেই কার্বন নিঃসরণ কমাতে সক্ষম হন।

সরবরাহ করা সুপার কার্গোগুলি হলো জিরো-এমিশন বা শূন্য-নিঃসরণকারী যান। মন্ট্রার অনুমোদিত ডিলারশিপ 'সেলাডেল মোটরস'-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা ১৫টি সুপার কার্গো যানের এই প্রাথমিক ব্যাচটি একটি বৃহত্তর অর্ডারের অংশ।

মন্ট্রা ইলেকট্রিক (টিআই ক্লিন মবিলিটি)-এর ই-থ্রি হুইলার (ই-থ্রি ডব্লিউ) সিইও মি দীপেন্দ্র শর্মা বলেন, "কলকাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ই-কমার্স হাব, এবং ড্যাশ-ইভি, দিল্লিভারি ও সেলাডেল মোটরসের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা আরও স্থিতিশীল ডেলিভারি কার্যক্রম সক্ষম করছি যা ব্যবসা, উপভোক্তা এবং শহরের বাতাসের গুণমান উন্নত করতে সহায়ক।"

এআই+নিয়ে এল নতুন নোভাপডস

কলকাতা: এআই+ তাদের প্রথম অডিও লাইনআপ নোভাপডস লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে, যা ব্র্যান্ডটির কানেক্টেড ডিভাইস ইকোসিস্টেমে একটি নতুন অডিও লেয়ার যুক্ত করে। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে (প্রথম কোয়ার্টারে) বাজারে আসতে চলা এই নোভাপডস-এর প্রারম্ভিক দাম রাখা হয়েছে ১,০০০ টাকার নিচে। সারাদিন ব্যবহারের উপযোগী এই ইয়ারবাডগুলি আরামদায়ক ফিটিং, মার্জিত ডিজাইন এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে।

নোভাপডস লাইনআপে রয়েছে পাঁচটি ভ্যারিয়েন্ট: এআই+ নোভাপডস গো, এয়ার, প্রো, বিটস এবং ক্লিপস। নোভাপডস গো অত্যন্ত হালকা এই ইয়ারবাডটি মূলত যারা সবসময় কানে পরে থাকেন, তাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নোভাপডস এয়ার স্টাইলের সাথে আপস না করেই আরাম এবং শক্তিশালী অডিও অভিজ্ঞতার এক দারুণ সমন্বয় অফার করে। নোভাপইডস প্রো উন্নত সাউন্ড ক্লিয়ারিটি এবং অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন (এএনসি) সহ নিমগ্ন অডিও অভিজ্ঞতা দেবে। আর নোভাপডস বিটস শুধুমাত্র শক্তিশালী বেস-ই প্রদান করবে না, বরং স্বাস্থ্য সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য হার্ট রেট ট্র্যাক এবং SpO2 (অক্সিজেন লেভেল) মনিটর করার সুবিধাও দেবে।

মাধব শেঠ, সিইও, এআই+ স্মার্টফোন এবং প্রতিষ্ঠাতা, এনএক্সটি কোয়ান্টাম শিফট টেকনলজি, বলেন, "প্রযুক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মেলানোর ক্ষেত্রে নোভাপডস আমাদের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এআই+ ব্র্যান্ডে আমাদের লক্ষ্য হল জটিলতা বা অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই ব্যবহারকারীদের সুবিধা প্রদান করা।" ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ফ্লিপকার্ট এবং নির্বাচিত অফলাইন পার্টনারদের মাধ্যমে দেশজুড়ে নোভাপডস পাওয়া যাবে।

ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের সঙ্গে প্রতিটি বড়দিনের মুহূর্ত করে তুলুন বিশেষ

বড়দিন একেবারে দরজায় কড়া নাড়ছে—সঙ্গে নিয়ে আসছে আনন্দ, উষ্ণতা এবং উৎসবের ভুরিভোজের প্রতিশ্রুতি। এই ঋতু আমাদের এমন স্বাদের স্বাদ নিতে উৎসাহিত করে, যা আনন্দ জাগায়, পাশাপাশি অর্থবহ মুহূর্তগুলোকে যত্ন করে উপভোগ করার সুযোগ দেয়। এই বছর, ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের পুষ্টিগুণে ভর করে আপনার উৎসবের খাবার ও উপহার দেওয়ার রীতিকে আরও বিশেষ করে তুলুন। প্রাকৃতিকভাবে ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই বাদাম সুস্বাদু কড়কড়ে স্বাদ তো দেয়ই, পাশাপাশি হৃদস্বাস্থ্যের যত্ন নেয়, দীর্ঘস্থায়ী শক্তি জোগায় এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে—যা জমায়েত, ভারী খাবার ও ভ্রমণে ভরা এই মাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যালিফোর্নিয়ার বাদামের বহুমুখী ব্যবহারযোগ্যতাই এর অন্যতম প্রধান শক্তি। আস্ত, কুচানো বা গুঁড়ো—যেকোনো রূপেই এটি প্রতিটি খাবারে একটি অনন্য স্বাদ ও টেক্সচার যোগ করে। মশলাদার ফ্রুটকেক এবং সুস্বাদু কুকিজ থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় মিষ্টি ও আধুনিক বেকড খাবার পর্যন্ত, সব ধরনের উৎসবের খাবার বাদামের গুণে আরও বেশি উপাদেয় হয়ে ওঠে। ভারতে যেহেতু আরও বেশি পরিবার স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করছে, তাই ক্যালিফোর্নিয়ার বাদাম একটি জনপ্রিয় সকালের নাস্তার উপাদান হয়ে উঠছে, যা বিশেষ করে ব্যস্ত ডিসেম্বর মাসে দিনের একটি পুষ্টিকর সূচনা প্রদান করে।

বড়দিনের উপহার দেওয়ার চেতনায়, ক্যালিফোর্নিয়ার বাদাম একটি আন্তরিক ও চমৎকার পছন্দ। বিশেষভাবে সাজানো উপহারের ঝুড়ি এবং ঘরে তৈরি বাদামের মিষ্টি উষ্ণতা ও উৎসবের আমেজ বয়ে আনে, এবং স্বাস্থ্য ও সুখ ভাগ করে নেওয়ার একটি অর্থপূর্ণ উপায়ও বটে। প্রিয়জন, বন্ধু এবং সহকর্মীদের জন্য উপযুক্ত ক্যালিফোর্নিয়ার বাদাম প্রতিটি উপহারে স্নেহ ও উৎসবের বিশেষ ছোঁয়া এনে দেয়।

লিউড তারকা সোহা আলি খান বলেন, “বড়দিন আমার কাছে সব সময়ই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে—উষ্ণতা, একসঙ্গে খাবার ভাগ করে নেওয়া আর পরিবারের ছোট ছোট রীতিনীতিতে ভরা। প্রতি বছর উৎসবের আড্ডায় আমি উপভোগ আর পুষ্টির মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করি। ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম আমার অনেক রান্নায়ই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়—শুধু স্বাদের

গভীরতার জন্য নয়, আমাদের স্বাস্থ্যের উপকারের কারণেও। এমনকি দিন শুরু করার সময় এক মুঠো বাদাম খেলেই তার প্রভাব স্পষ্টভাবে টের পাওয়া যায়।”

পুষ্টি ও সুস্থতা পরামর্শদাতা শীলা কৃষ্ণস্বামী বলেন, “উৎসবের সময় মিষ্টি বা ট্রিট উপভোগ করা স্বাভাবিক, তবে ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা মোটেও জটিল হতে হয় না। বাদাম হৃদস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে পরিচিত—এটি এলডিএল ও মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এর বহুমুখী ব্যবহার উৎসবের খাবারে সহজেই মানিয়ে যায়, স্বাদ ও পুষ্টিগুণ—দুটোই বাড়ায়। দিনে শুরুতেই বাদাম খেলে ধীরে ধীরে শক্তি পাওয়া যায়, যা সুষম খাদ্যের সঙ্গে মিলিয়ে আপনাকে উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে সক্রিয় থাকতে সাহায্য করে।”

ম্যাক্স হেলথকেয়ার, নয়াদিল্লির ডায়েটেটিক্স বিভাগের রিজিওনাল হেড ঋতিকা সমাদ্দার জানান, “বড়দিনের মরশুমে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবারের প্রাচুর্য থাকে, তবে এমন খাবার বেছে নেওয়াই ভালো যা দীর্ঘস্থায়ী শক্তি ও তৃপ্তি দেয়। ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম পুষ্টিতে সমৃদ্ধ এবং পেট ভরা অনুভূতি দীর্ঘক্ষণ ধরে রেখে ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এর কম গ্লাইসেমিক সূচক রক্তে শর্করার হঠাৎ ওঠানামা প্রতিরোধে সহায়ক। সকালের নাশতা হোক বা উৎসবের পদ—বাদাম যোগ করলে উদযাপন আরও আনন্দদায়ক ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।”

আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ডা. মধুমিতা কৃষ্ণন বলেন, “শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আয়ুর্বেদে বাদামকে তার পুষ্টিদায়ক ও শক্তিবর্ধক গুণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে প্রাণশক্তি ও ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করতে বাদামের ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম উষ্ণ প্রকৃতির, দোষের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক এবং এতে থাকা উপকারী ফ্যাট শীতকালে সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে সাহায্য করে—যা উৎসবের সময় অনেকেই কামনা করেন। সকালে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম খেলে শক্তির মাত্রা ও সামগ্রিক সুস্থতা বাড়ে।”

এই বড়দিনে, ক্যালিফোর্নিয়ার আমন্ড আপনার উৎসবের রান্না ও উপহার দেওয়ার রীতিতে নিয়ে আসুক আভিজাত্য এবং স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণ। এর সূক্ষ্ম স্বাদ, বহুমুখী ব্যবহার এবং সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণের কারণে, এটি সুস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে উৎসব উদযাপনের একটি চমৎকার উপায়।

মহিলারা তাদের মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৭টি উপায় অবলম্বন করতে পারেন

আপনি কি জানেন যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তিনগুণ বেশি? এর মধ্যে প্রায় ৩০% মাইগ্রেনের মূল কারণ হলো হরমোনের পরিবর্তন, বিশেষ করে ঋতুচক্র বা পিরিয়ডের সময়ে। অনেক মহিলার কাছে মাইগ্রেন কেবল মাঝেমধ্যে হওয়া কোনো অস্বস্তি নয়; এটি একটি অসহ্য মাথাব্যথা যা তাদের পুরোপুরি অসহায় করে তোলে। হরমোনের পরিবর্তন থেকে শুরু করে কাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ধকল সামলানো—সব মিলিয়ে মাইগ্রেনের এই বোঝা বইতে অনেকেরই হিমশিম খেতে হয়। তা সত্ত্বেও, লক্ষ লক্ষ মহিলা নীরবে এই দৈনন্দিন চ্যালেঞ্জের সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন।

কলকাতার ন্যাশনাল নিউরোসায়েন্সেস সেন্টারের মেডিকেল ডিরেক্টর এবং চিফ কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডাঃ তাপস কুমার ব্যানার্জী বলেন, “যদিও মহিলাদের হরমোন মাইগ্রেনে বড় ভূমিকা পালন করে, তবে এটিই একমাত্র কারণ নয়। কর্মজীবনের চাপের কারণে মানসিক অস্থিরতা, ঠিকমতো খাবার না খাওয়া বা দেরি করে খাওয়া, এমনকি ধর্মীয় উপবাসের মতো জীবনযাত্রার নানা বিষয়ও মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এই কারণগুলো শনাক্ত করা মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কাজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন এবং চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতির সমন্বয়ে এই অবস্থার অনেক উন্নতি সম্ভব। মাইগ্রেনের সমস্যাকে ব্যক্তিগত ও চিকিৎসা—উভয় দিক থেকেই মোকাবিলা করলে একজন রোগী তার মাথাব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারেন।”

মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে রাখার কিছু উপায় এখানে দেওয়া হলো:

হরমোনের প্রভাব বোঝা: মহিলাদের মাইগ্রেনের অন্যতম প্রধান কারণ হরমোনের পরিবর্তন। একে “মেনস্ট্রুয়াল মাইগ্রেন” বা “মাসিককালীন মাইগ্রেন” বলা হয়, যা পিরিয়ডের ঠিক আগে বা পিরিয়ড চলাকালীন এস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ার ফলে ঘটে। এছাড়া গর্ভাবস্থা, মেনোপজ বা গর্ভনিরোধক বড়ি ব্যবহারের কারণেও এমনটা হতে পারে। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরকে স্থিতিশীল রাখার অভ্যাস করুন, যেমন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো, সুষম খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম করা, পর্যাপ্ত জল পান করা এবং মানসিক চাপ কমানোর চর্চা করা।

মানসিক চাপকে বাড়তে দেবেন না: মহিলাদের প্রায়ই পেশাদার জীবন, সংসার এবং যত্নশীলের ভূমিকা পালন করতে হয়, এর ফলে বাড়ি এবং/অথবা কাজের স্থানে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ তৈরি হয়। যা স্নায়ুতন্ত্রকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করে তোলে, এর ফলে অ্যাড্রেনালিন এবং কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ বেড়ে যায়, যা মাইগ্রেনকে উসকে দেয়। মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান, যোগব্যায়াম বা তাই-চি অনুশীলন করতে পারেন। এছাড়া একটি ‘মাইগ্রেন ডায়েরি’ রাখুন যেখানে মাথাব্যথার সময়, সম্ভাব্য কারণ (যেমন চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা, কোন খাবার খেয়েছেন বা ঘুমের ধরন) এবং কোন চিকিৎসা কাজ দিচ্ছে তা লিখে রাখুন।

রুটিনের ধারাবাহিকতাকে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিন: অনিয়মিত ঘুম, অপর্যাপ্ত জল পান বা খাবার বাদ দিলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মাইগ্রেনের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন। শোবার আগে মোবাইল বা ল্যাপটপের স্ক্রিন এড়িয়ে চলুন; তার বদলে বই পড়া বা হালকা গান শোনার অভ্যাস করুন। সাথে সবসময় জলের বোতল রাখুন এবং নিয়মিত জল পান করার জন্য প্রয়োজনে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে পারেন।

ক্যাফেইন গ্রহণের দিকে নজর দিন: মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে ক্যাফেইন বা কফি অনেকটা দোধারী তলোয়ারের মতো কাজ করে। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি ব্যথা কমাতে সাহায্য করে, আবার কারও জন্য এটিই মাথাব্যথার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনার শরীর ক্যাফেইনে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় তা খেয়াল করুন। বিশেষ করে বিকেল বা সন্ধ্যার পর বেশি কফি খাবেন না, কারণ এটি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কফির বিকল্প হিসেবে হারবাল চা যেমন পারমিন্ট বা ক্যামোমাইল চা পান করতে পারেন।

মাইগ্রেন উপশমের জন্য পুষ্টি উন্নত করুন: মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে খাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রক্রিয়াজাত মাংস, পুরনো পনির/চিজ এবং কৃত্রিম মিষ্টি কিছু মহিলার মাথাব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ে খাবার না খাওয়ার বা খাবার বাদ দেওয়ার অভ্যাসও ক্ষতিকর। তাই প্রতি ৩-৪ ঘণ্টা অন্তর হালকা ও সুষম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। খাদ্যতালিকায় টাটকা ফলমূল, সবজি এবং লীন প্রোটিন রাখুন। খিদে পেলে খাওয়ার জন্য সাথে বাদাম বা শুকনো ফল রাখতে পারেন। একটি ফুড ডায়েরি এমন খাবারগুলো ট্র্যাক করতে সাহায্য করতে পারে যা সমস্যার কারণ হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ দিনগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিন: মাইগ্রেন কখন শুরু হবে তা আগে থেকে বলা কঠিন। তাই মাথাব্যথা শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলেই কার্যকর ওষুধ হাতের কাছে রাখুন। ডিহাইড্রেশন এড়াতে সবসময় জল সাথে রাখুন। উজ্জ্বল আলো বা জোরালো শব্দ থেকে বাঁচতে কালো রোদচশমা এবং ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করুন। ব্যথার সময় কপালে বা ঘাড়ের পেছনের অংশে ঠান্ডা জল বা বরফের সেঁক ব্যবহার করুন অথবা আরাম পেতে কপালে বা কব্জিতে ল্যাভেন্ডার বা পেপারমিন্টের মতো এসেনশিয়াল অয়েল লাগাতে পারেন।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন: যদি মাইগ্রেন ঘনঘন হয়, তীব্র হয় বা আপনার দৈনন্দিন জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়, তবে একজন ডাক্তার বা নিউরোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করা জরুরি। যে মাইগ্রেনের সাথে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা বা শরীরের কোনো অংশে অসাড়তার মতো গুরুতর লক্ষণ থাকে, সেগুলোর জন্য অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। মাইগ্রেনের চিকিৎসার জন্য এখন উন্নত পদ্ধতি পাওয়া যায়, যা ক্যালসিটোনিন জিন-রিলেটেড পেপটাইড (CGRP) রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, নিউরোমডুলেশন ইত্যাদিকে লক্ষ্য করে কাজ করে এবং মাইগ্রেন নিয়ন্ত্রণে আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা তৈরি করে। এছাড়াও আপনার চিকিৎসক একটি বিস্তৃত চিকিৎসা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অন্যান্য ওষুধ, জীবনযাত্রার কৌশল বা নন-ইনভেসিভ ডিভাইসেরও সুপারিশ করতে পারেন।

মাইগ্রেন একটি জটিল কিন্তু দুর্বোধ্য অবস্থা যা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মহিলাদের প্রভাবিত করে, তবে এর মানে এই নয় যে এটি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আপনার নিজস্ব ট্রিগারগুলো শনাক্ত করে, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে পেশাদার সাহায্য নিয়ে আপনি পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে পারেন এবং কম বাধা-বিঘ্নের মধ্যে জীবনযাপন শুরু করতে পারেন।

আনন্দে ভাটা, পাহাড়ে থমকে পর্যটনের চাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: পাহাড় যখন তুষারপাতের শুভ্র স্বপ্ন দেখছে, ঠিক তখনই সমতল আর পাহাড়ের পরিবহণ মালিকদের দ্বন্দ্বে সেই স্বপ্নে যেন কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। পাহাড়ের কোল থেকে সমতলের বুক পর্যন্ত এখন আর পর্যটনের চাকা মসৃণভাবে ঘুরছে না, বরং তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাল্টাপাল্টি হুঁশিয়ারি আর আন্দোলনের সুর।

যে সময়ে পর্যটকদের হাসিতে শৈলশহর মুখরিত হওয়ার কথা, সেই ভরা মরশুমেই দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির মধ্যে শুরু হয়েছে এক অদৃশ্য সীমারেখা তৈরির লড়াই। পাহাড়ের চালকদের দাবি ছিল সমতলের গাড়ি পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলোতে যেতে পারবে না, দাবি পূরণ না হওয়ায় টাইগার হিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় দার্জিলিংয়ের পরিবহণ সংগঠনগুলি। এতে সূর্যোদয় দেখার জন্য মুখিয়ে থাকা পর্যটকদের চরম হয়রানির মুখে পড়তে হয়।

পাহাড়ের গাড়িচালক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত চালক সংঘ'-এর দাবি ছিল দার্জিলিংয়ের দর্শনীয় স্থান বা 'লোকাল সাইট সিয়িং'-এর জন্য শুধুমাত্র স্থানীয় (পাহাড়ের) গাড়িই ব্যবহার করতে হবে। সমতলের পর্যটন গাড়িগুলি পর্যটকদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে (হোটেল বা স্ট্যান্ডে) নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে, তারা লোকাল সাইট সিয়িং করাতে পারবে না। অন্যদিকে, সমতলের সংগঠন এবং জেলা প্রশাসনের বক্তব্য হল, আইনত সমস্ত গাড়ি সব জায়গায় চলাচল করতে পারবে। এই নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে দু-পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। শেষমেশ, সমতলের পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার থেকে পাহাড়ের কোনও গাড়িকে সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে উপরে উঠতে দেওয়া হবে না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পাহাড় ও সমতলের এই ইঁদুর-বেড়াল লড়াইয়ের জাঁতাকলে পড়ে পর্যটন শিল্প এখন বড়সড় ক্ষতির মুখে।

পাহাড়ের সংযুক্ত চালক সংঘ প্রশাসনকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের দাবি মেনে কোনও সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না মেলায় গত সপ্তাহে দার্জিলিংয়ে জরুরি বৈঠক শেষে বয়কটের ডাক দেয় পাহাড়ের চালকরা। সংগঠনের নেতা পাসাং শেরপা বলেন, "প্রশাসন ও জিটিএ আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। বাধ্য হয়েই আমরা টাইগার হিল বয়কট করছি। পর্যটকদের সমস্যার জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে।" তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন যে, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে পরিবার নিয়ে অনশনে বসবেন তাঁরা।

জিটিএ-র ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান জানিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। যদিও আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তিনি এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। পাহাড়ের এই সিদ্ধান্তের পালটা হিসেবে শিলিগুড়ি, জয়গাঁ, তরাই ও ডুয়ার্সের পরিবহণ ও পর্যটন সংগঠনগুলি আরও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই টাইগার হিল বয়কটের জেরে বহু পর্যটক তাদের বুকিং বাতিল করছেন, যা উদ্বেগে ফেলেছে পাহাড়ের অর্থনীতিকে। যদিও এই সমস্যার জট কাটাতে বুধবার লালকুঠিতে ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকে জিটিএ। জিটিএ'র আহ্বায়ক রাজেশ চৌহান আশাবাদী যে আলোচনা থেকেই স্থায়ী সমাধান মিলবে। তবে সমতলের সংগঠনগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে, পাহাড়ের অন্যায্য দাবি যদি প্রশাসন বন্ধ না করে, তবে আগামীতে পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। আন্দোলনের এই তীব্র আবহে পাহাড়ের চালক সংগঠনগুলোর মধ্যেও ভাঙন দেখা দিয়েছে, অনেকেই যোগ দিয়েছেন শাসক শিবিরে। এখন অপেক্ষা, পাহাড়ের শান্তি আর পর্যটকদের নিরাপত্তা না ফিরলে সাদা বরফের আনন্দ যে ফিকে হয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

শীতের আমেজে সেজে রসিকবিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

বক্সিরহাট: শীতের মিঠে রোদ আর ক্যালেন্ডারের পাতায় বড়দিনের হাতছানি, এই যুগলবন্দিতেই এখন জমজমাট কোচবিহারের রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র। রাজ্যের চিড়িয়াখানাগুলোর মধ্যে পর্যটক সংখ্যার নিরিখে গত দু'বছর ধরেই দ্বিতীয় স্থান দখল করে রেখেছে রসিকবিল। আর এবার সেই সাফল্যের 'হ্যাটট্রিক' করতে কোমর বেঁধে নেমেছে এই মিনি জু কর্তৃপক্ষ।

রসিকবিলের জলাভূমিতে এখন উৎসবের মেজাজ। ডানা ঝাপটে ভিড় জমিয়েছে দেশ-বিদেশের একঝাঁক পরিযায়ী পাখি। তাদের কিচিরমিচিরে মুখরিত চারপাশ। তবে শুধু পাখি নয়, পর্যটকদের মন জিততে এবার হাজির নতুন নতুন অতিথিরাও। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক রসিকবিলের বর্তমান সদস্য তালিকা। সেখানে রয়েছে ১১ টি চিতাবাঘ, ২৬৬ টি হরিণ, ১১টি ঘড়িয়াল, ৩টি পাইথন, ৩টি সজারু ও গোসাপ। এছাড়াও রয়েছে ম্যাকাও, সান প্যারাকিট, ককাটিয়েল থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির টিয়া ও ময়না।

জেলা বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় আশাবাদী সুরে জানান, ২০২৫-এর ১ জানুয়ারি প্রায় ১৭ হাজার মানুষ এখানে এসেছিলেন। টিকিট বিক্রি হয়েছিল প্রায় ৪ লক্ষ টাকার। আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রথম স্থানে থাকলেও, রসিকবিল এখন রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে কড়া টক্কর দিচ্ছে।

বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষকে কেন্দ্র করে পর্যটনকেন্দ্রটিকে নতুন সাজে সাজানো হয়েছে। শিশুদের জন্য খেলার জায়গা থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের জন্য তৈরি করা হয়েছে চমৎকার সব সেলফি পয়েন্ট। বন দপ্তরের আশা, গত বছরের ৫২ প্রজাতির সাড়ে ছয় হাজার পরিযায়ী পাখির রেকর্ড এবার ভেঙে যাবে।

এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বছরের প্রথম দিনেই কি রসিকবিল তার সাফল্যের মুকুটে হ্যাটট্রিকের পালকটি গুজতে পারবে? পর্যটকদের ভিড় কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

৯ বছরেও মেলেনি সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাদলেরকুঠিতে সুটুঙ্গা নদীর সেতুটি ভেঙে পড়ার পর নয় বছর পেরিয়ে গেলেও আজও নতুন সেতু তৈরি হয়নি। ২০১৬ সালে একটি পাথরবোঝাই ট্রাকের ভারে সেতুটি ভেঙে পড়ার পর থেকেই দশ হাজারেরও বেশি মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার। বর্তমানে ভাঙা সেতুর পাশে তৈরি অস্থায়ী কাঠের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের, যার জন্য গুনতে হচ্ছে চড়া মাশুল।

অভিযোগ, বাইক নিয়ে একবার নদী পার হলেই ইজারাদারকে ২০ টাকা করে মাশুল দিতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, বিডিও অফিস বা জরুরি কাজে যাওয়ার পথে এই অতিরিক্ত অর্থ তাঁদের পকেটে টান ফেলছে। প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রতা এবং মাশুলের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাবে এলাকায় জনক্ষোভ বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান জানান, সেতু তৈরির বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে রয়েছে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, উপপ্রধান আয়নাল হক মাশুল সংক্রান্ত সমস্যাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এলাকার মানুষের একটাই দাবি, আর প্রতিশ্রুতি নয়, দ্রুত নতুন স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক।

আজও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ডুলিশিল্পর

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভেটাগুড়ি: ভোরের কুয়াশা তখনও কাটেনি। কোচবিহারের গোসানিমারি থেকে হোসেন শেখ যখন সাইকেল নিয়ে ভেটাগুড়ির পথে রওনা হলেন, তখন তাঁর চোখে কেবল একটাই লক্ষ্য, একটি মজবুত বাঁশের 'ডুলি' জোগাড় করা। আজকের প্লাস্টিক আর নাইলনের ব্যাগের যুগে হোসেন শেখের এই খোঁজ যেন এক হারানো সময়ের সন্ধান।

দিনহাটার ভেটাগুড়ি বাজারের রুইয়েরকুঠি এলাকার উত্তরপাড়ায় ঢুকলেই কানে আসবে এক অদ্ভুত ছন্দের শব্দ, যা হল বাঁশ চেরার শব্দ। গণেশ দাস, কৃষ্ণ দাস কিংবা হিরা দাসদের বাড়ির উঠোনে পা রাখলে মনে হবে সময় যেন এখানে থমকে রয়েছে। আধুনিকতার বন্যায় গ্রামবাংলার বহু কুটির শিল্প তলিয়ে গেলেও, এই পাড়ার কয়েকটি পরিবার আজও আঁকড়ে ধরে আছে তাঁদের পৈত্রিক পেশা 'ডুলিশিল্প'।

উঠোনের একদিকে গণেশ বাবু নিপুণ হাতে বাঁশ চিরে চলেছেন, অন্যপ্রান্তে বাড়ির মহিলারা গভীর মনোযোগে সেই বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বুনে চলেছেন ডুলির কাঠামো। ছোট-বড় সবার হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে আকার নিচ্ছে এক একটি বিশাল ঝুড়ি। গণেশ বাবু কাজ করতে করতেই বলেন, "এখন আর আগের মতো চাহিদা নেই। প্লাস্টিকের দাপটে বাঁশের জিনিস লোকে নিতে চায় না। তবুও ৬০০ থেকে ১০০০ টাকায় এক একটা ডুলি বিক্রি হলে সংসারের টানাপোড়েনে একটু বাড়তি স্বস্তি মেলে।"

গোসানিমারি থেকে আসা হোসেন শেখ তাঁর কাঙ্ক্ষিত ডুলিটি খুঁজে পেয়ে খুশি। তিনি পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেখছিলেন বুননটি। হোসেনের ভাষায়, "প্লাস্টিক তো সস্তা, কিন্তু এই বাঁশের ডুলির যে আয়ু, তা অন্য কিছুতে নেই। এটা ছুঁলে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে।" শুধু হোসেন নন, আজও দিনহাটা বা আরও দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন ভালো ডুলির খোঁজে।

কৃষ্ণ দাসদের মতো শিল্পীদের কাছে এটা শুধু বাঁশের ঝুড়ি নয়, এটা তাঁদের অস্তিত্বের লড়াই। সারা বছর ধারাই বা ডালা তৈরি করলেও, বছরের এই নির্দিষ্ট সময়টিতে ডুলি বুনেই তাঁরা গ্রামবাংলার এই সুপ্রাচীন ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। রুইয়েরকুঠির এই উঠোনগুলোতে এখনও প্লাস্টিকের কৃত্রিমতায় হার মানেনি বাঁশের গন্ধ আর মানুষের হাতের জাদু।

গাবুয়ার শ্মশানে অব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: সিতাই ব্লকের ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবুয়া গ্রামের শ্মশানঘাটটি এখন এক হাহাকারের আরেক নাম। প্রিয়জনকে হারানোর শোক যেখানে শান্ত হওয়ার কথা, সেখানে শেষকৃত্যের চরম অব্যবস্থা গ্রামবাসীদের ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। গিরিধারী নদীর পাড়ে অবস্থিত এই শ্মশানটি গত দুই বছর ধরে বেহাল থাকলেও, গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছে। প্লাবনের তোড়ে শ্মশানযাত্রীদের বসার জায়গা থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক সমস্ত পরিকাঠামো নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে; এখন পড়ে আছে শুধু কঙ্কালসার এক ভাঙা কাঠামো।

বর্তমানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, শ্মশানটি ব্যবহারের কোনো যোগ্যতাই অবশিষ্ট নেই। নিরুপায় হয়ে গ্রামবাসীরা নদীর তীরে যত্রতত্র মৃতদেহ দাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে এলাকায় যেমন পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, তেমনি বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠার ভয় পাচ্ছেন স্থানীয়রা। গ্রামের বাসিন্দা মনোহর রায় ও লক্ষ্মী রায়ের অভিযোগ, বারবার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে আবেদন জানিয়েও কেবল আশ্বাসটুকুই মিলেছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বিশেষ করে আর্থিক অবস্থা যাঁদের স্বচ্ছল নয়, সেই দরিদ্র পরিবারগুলো শ্মশানঘাটের এই দুর্দশায় সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছেন।

মেইন রোড সম্প্রসারণে জট

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ শহরের দীর্ঘদিনের দাবি ধলপল-চিকলিগুড়ি রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ এখন এক গভীর অনিশ্চয়তার মুখে। একদিকে প্রশাসনের 'উচ্ছেদ' হুঁশিয়ারি, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের 'রোডম্যাপ' দেখার দাবি, এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে থমকে গিয়েছে প্রায় ১৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প। কাজ আটকে থাকায় শহরের বুকে তৈরি হয়েছে অসহনীয় যানজট, যার জেরে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।

পুরসভা ও পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের থানা মোড় থেকে পুরসভার শেষ সীমানা পর্যন্ত ২.৮ কিলোমিটার রাস্তা ৪৫ ফুট চওড়া করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাস্তার দুই ধারে আধুনিক নর্দমা তৈরি হবে, যা ফুটপাথ হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। কালভার্টের কাজ প্রায় শেষ হলেও পুরসভার সামনে থাকা প্রায় ৫০টি দোকান না সরায় মেইন রোডের কাজ এক কদমও এগোতে পারছে না। পূর্ত দপ্তরের দাবি, সরকারি নোটিশ দেওয়া হলেও দখলদাররা অনড়। তুফানগঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর কড়া সুরে জানিয়েছেন, "নাগরিকদের স্বার্থে রাস্তা নিয়ে আর কোনো আপস নয়। ব্যবসায়ীদের অনেক সময় দেওয়া হয়েছে, এবার প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

পাল্টা সুর চড়িয়েছে দোকান রক্ষা কমিটিও। কমিটির সভাপতি মনোরঞ্জন সরকারের অভিযোগ, আগে তিন ধাপে কাজ হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন এখন অবস্থান বদল করছে। সঠিক রোডম্যাপ না দেখালে এবং মাপজোখে গরমিল থাকলে তাঁরা কাজ হতে দেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। এই অচলাবস্থায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী। প্রবীণ বাসিন্দা মদনকুমার বর্মার মতে, সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে সরকারি জমি দখলমুক্ত করা জরুরি। এদিকে, যানজট ও বারবার দুর্ঘটনার হাত থেকে শহরকে বাঁচাতে মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অশোক দে একটি সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দেওয়ার কথা ভাবছেন। শেষপর্যন্ত আলোচনার টেবিলে এই জট কাটে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে তুফানগঞ্জ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96